১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন ভাইভা প্রস্তুতির হ্যান্ড নোট

ভাইভা সহায়িকা

- ☞ জুরিয়র মৌলভী
- ☞ সহকারী মৌলভী (আরবি)
- ☞ সহকারী শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা)
- ☞ প্রভাষক (আরবি)

01521300473

আব্দুল হামীদ

বি.এ অনার্স, এম.এ (ফাস্ট ক্লাস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

whatsapp:01521300473/facebook.com/himu3002

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ জ্ঞান

নিজ শিক্ষা বিষয়ক: ফাযিল, কামিল, অনার্স

১. **প্রশ্ন: ফাযিল, কামিল কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করেছেন?**
উত্তর: .....।

২. **ফাযিল/ কামিল কোন বিষয়গুলো পড়েছেন?**
উত্তর: .....।

৩. BTIS **এর পূর্ণরুপ কী?**
উত্তর: Bachelor of Theology and Islamic Studies (BTIS) or Bachelor of Arts (BA)

৪. ইসলামি অ্যারাবিক বিশ্ববিদ্যালয়ের/ আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর কে?
উত্তর: .....।

ফাযিল

১ম পর্ব		
পত্র	কোড	বিষয়ের নাম
১ম পএ	১০১	তাফসীরুল কুরআন - Tafseerul Quran Guide
২য় পত্র	১০২	হাদীস ও উসূলুল হাদীস - Hadith and Usulul Hadith
৩য় পত্র	১০৩	আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ - Al Aqeed Al Islamiyah
৪র্থ পত্র	১০৪	বাংলা (আবশ্যিক) - Bangla (Compulsory) Guide Download PDF
২য় পর্ব		
১ম পএ	২০১	আল আরাবিয়্যাতুত তাতবীকিয়্যাহ - Al Arabiyatut Tatbiqiyyah
২য় পত্র	২০২	আল ফিকহ - Al Fiqh
৩য় পত্র	২০৩	উসূলুল ফিকহ ও দাওয়াহ - Usulul Fiqh and
৪র্থ পত্র	২০৪	ইংরেজি - English

ফাযিল (পাস/ডিগ্রী) বিটিআইএস বা বিএ ৩য় বর্ষের বিষয়/বই		
ফাযিল্লাতক (পাস) তৃতীয় বর্ষে বিএ বিভাবে নিন্মোক্ত ৩ (তিন) পত্রবিশিষ্ট ১২টি বিষয় থাকবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ১টি করে ৩ (তিন) পত্রবিশিষ্ট দুটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে		
	৪১৬	**ইসলামিক স্টাডিজ ১ম পত্র**
	৪১৭	ইসলামিক স্টাডিজ ২য় পত্র
	৪১৮	ইসলামিক স্টাডিজ ৩য় পত্র
	৪১৩	**ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র**
	৪১৪	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র
	৪১৫	ইসলামের ইতিহাস ৩য় পত্র
	৪২২	**ইসলামী দর্শন ও তাসাউফ ১ম পত্র**
	৪২৩	ইসলামী দর্শন ও তাসাউফ ২য় পত্র
	৪২৪	ইসলামী দর্শন ও তাসাউফ ৩য় পত্র
	৪২৮	**আদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ ১ম পত্র**
	৪২৯	আদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ ২য় পত্র
	৪৩০	আদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ ৩য় পত্র

কামিল স্নাতকোত্তর (হাদীস)

১ম পর্ব		
পত্র	কোড	বিষয়ের নাম
১ম পএ	৫০১	সুনানু আবি দাউদ ৫০১
২য় পত্র	৫০২	জামিউত তিরমিযী ৫০২
৩য় পত্র	৫০৩	সুনান ইবনে মাজাহ ৫০৩
৪র্থ পত্র	৫০৪	আত-তারিখুল ইসলামি ৫০৪
২য় পর্ব		
১ম পএ	৬০১	আস-সহীহু লিল বুখারী (বুখারী ১ম খন্ড)
২য় পত্র	৬০২	আস-সহীহু লিল বুখারী (বুখারী ২য় খন্ড)
৩য় পত্র	৬০৩	আস-সহীহ লি মুসলিম
৪র্থ পত্র	৬০৪	আস-সুনানু লিন-নাসায়ী

কামিল স্নাতকোত্তর (তাফসীর)

১ম পর্ব		
পত্র	কোড	বিষয়ের নাম
১ম পএ	৫১১	উলূমুল কুরআন

২য় পত্র	৫১২	আত-তাফসীর বির রিওয়ায়াহ
৩য় পত্র	৫১৩	আত-তাফসীরুল মুয়াসির
৪র্থ পত্র	৫১৪	মানাহিযুল মুফাসসিরীন
	২য় পর্ব	
১ম পএ	৬১১	আত-তাফসীরুল কাদীম (৬১১)
২য় পত্র	৬১২	আত-তাফসীর বিদ-দিরায়াহ (৬১২)
৩য় পত্র	৬১৩	তারিখুত তাফসীর (৬১৩)
৪র্থ পত্র	৬১৪	আসবাবু নুযূলিল কুরআন (৬১৪)

কামিল স্নাতকোত্তর (আদব)

	১ম পর্ব	
পত্র	কোড	বিষয়ের নাম
১ম পএ	৫৩১	প্রাচীন আরবি গদ্য
২য় পত্র	৫৩২	প্রাচীন আরবি পদ্য
৩য় পত্র	৫৩৩	আরবি সাহিত্যের ইতিহাস
৪র্থ পত্র	৫৩৪	ইলমুল বালাগাত ওয়াল আরুয ওয়াল কাওয়াফী
	২য় পর্ব	
১ম পএ	৬৩১	আধুনিক আরবি গদ্য
২য় পত্র	৬৩২	আধুনিক আরবি পদ্য
৩য় পত্র	৬৩৩	আরবি সাহিত্য: নকদুল আদাবিল আরবি
৪র্থ পত্র	৬৩৪	আধুনিক আরবি সাতিত্যের ইতিহাস

কামিল স্নাতকোত্তর (ফিকহ)

	১ম পর্ব	
পত্র	কোড	বিষয়ের নাম
১ম পএ	৫২১	আল-ফিকহ: ইবাদাত ও মুয়াশারাহ
২য় পত্র	৫২২	উসূলুল ফিকহ
৩য় পত্র	৫২৩	তারীখূ ইলমিল ফিকহ
৪র্থ পত্র	৫২৪	আল-কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়্যাহ
	২য় পর্ব	
১ম পএ	৬২১	আল-ফিকহ: মুয়ামালাত ও আধুনিক উদ্ভুত বিভিন্ন ফিকহী মাসয়ালা সম্পর্কে জ্ঞান
২য় পত্র	৬২২	উসূলুল ফিকহ ওয়া মাকাসিদুশ শরীয়াহ

৩য় পত্র	৬২৩	তাবাকাতুল ফুকাহা: কাযা ওয়াস সিয়াসাতুস শরীয়াহ
৪র্থ পত্র	৬২৪	ফিকহুল ইকতিসাদ

নিজের নাম: অর্থ ও বিখ্যাত ব্যাক্তি

৫. **প্রশ্ন:** আপনার নাম কী?
উত্তর: .....।

৬. **প্রশ্ন:** আপনার নামের অর্থ কী?
উত্তর: .....।

৭. **প্রশ্ন:** আরবি করুন: আমার নাম আব্দুল হামীদ/ আমি আব্দুল হামীদ।
উত্তর: .....।

৮. **প্রশ্ন:** তারকিব করুন: আমার নাম আব্দুল হামীদ।
উত্তর: (নিজ নিজ নামের তারকিব করুন).....।

৯. **প্রশ্ন:** আরবি করুন: আমি ফাযিল/কামিল/নিবন্ধন পাস করেছি।
উত্তর:

إِنِّي نَجَحْتُ بِتَقْدِيرِ الْاَوَّل/ أ+ (A+) مَعَ الْاِمْتِيَازِ فِي امْتِحَانِ الفاضل / العالمز/ الدَّاخِل،

01521300473

নিজের সম্পর্কে

নিজের সম্পর্কে ১০ টি বাক্য বাংলায়

১০. **প্রশ্ন: নিজের সম্পর্কে ৫/১০ টি বাক্য বলুন।**

উত্তর: .....।

১. My name is Dilruba = আমার নাম দিলরুবা।
২. I am from Mirpur = আমি মিরপুর থেকে এসেছি।
৩. I live in Dhaka = আমি ঢাকায় বাস করি।
৪. I was born at Narsingdi = আমি নরসিংদীতে জন্মগ্রহণ করেছি।
৫. I have completed graduation and post graduation from National University = আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করেছি।
৬. There are 4 members in my Family = আমাদের পরিবারে সদস্য সংখ্যা চারজন।
৭. I am the elder daughter of my family = আমি পরিবারের বড় মেয়ে।
৮. At present I am a teacher = বর্তমানে আমি একজন শিক্ষিকা।
৯. My Hobby is gardening = আমার শখ বাগান করা।
১০. I like to read Novels = আমি বই পড়তে পছন্দ করি।

Introduce Yourself

One Complete Introduce Yourself Sample For You

1. Thank you sir for giving me the chance/opportunity to say something about myself.
2. My name is Abdul Hamid. /I am Abdul Hamid.
3. I've completed my BBA and MBA degree from the Department of Finance & Banking from X University obtaining CGPA 3.50 and 3.67 respectively.
04. There are five members in my family. My father is a Businessman. My mother is a home-maker. My younger Brother is still studying and my elder brother has completed his education.
05. My home district is Barguna but currently I'm living in Jurain, Dhaka.
06. At present, I've been working as a lecturer in Saifur's since November 2015. It's a privatized self-financed organization. I also have experience in publication, call center and counseling and I'm a phonetics expect.
07. Talking about my strengths and skills, I am innovative, hard working and a quick learner. I can work under pressure. I'm a computer literate. I'm good in

communication skill which enables me to convince people in my favor through logical argument and critical discussion.

08. I believe in working ethics. I maintain moral and social values to the organization I work for.
09. But I have a weakness as well. Although having good communication skill, sometimes I find difficulties in maintaining proper communication with my friends and relatives because when I'm in a particular work I become so absorbed in it that I forget the rest of the world. Introduce Yourself
10. My hobbies are watching movies, signing and listening songs, playing guitar, writing lyrics and writing term papers for literary publication.
11. I am searching for a position that offers the most rewarding atmosphere to bring out the best in me in order to utilize the full measure of my potentiality so as to render my best effort to the organization for growth and development and to contribute to the society as well. That's all Introduce Yourself.

নিজ জেলা ও নিজের নামে বিখ্যাত ব্যাক্তি

নিজ নিজ নামে বিখ্যাত ব্যাক্তিদের সংক্ষেপে পরিচয় জেনে যাবেন।

১১. **প্রশ্ন:** আপনার জেলা কোন কারণে বিখ্যাত?
উত্তর:

১২. **প্রশ্ন:** আপনার জেলার বিখ্যাত কয়েকজন ব্যক্তির নাম বলুন।
উত্তর:

১৩. **প্রশ্ন:** আপনার জেলার নামকরণের কারণ/ঘটনা বলুন।
উত্তর:

01521304?3

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি জ্ঞান (মৌলিক বিষয়াবলী)

১৪. প্রশ্ন: কালেমা শাহাদত লেখুন:

উত্তর:

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه

উচ্চারন: আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু ।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, অল্লাহ ভিন্ন আর কেহই ইবাদতের উপযুক্ত নাই তিনি এক তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ) আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা এবং তাঁহার প্রেরিত নবী।

১৫. প্রশ্ন: ইসলাম সর্বশ্যেষ্ঠ ধর্ম কেন?

উত্তর: আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে-ইমরান-১৯ আয়াতে বলেন, () নিশ্চয় আল-াহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম । তিনি অন্য আয়াতে বলেন, ("وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ".) পরিভাষায় **দ্বীন সেসব মূলনীতি ও বিধিবিধানকে বলা হয় যা হজরত আদম থেকে শুরু করে হজরত মুহাম্মদ পর্যন্ত সব নবীর মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে**। ইসলামের পরিপূর্ণ জীবনবিধান।

পরিভাষায় দ্বীন ইসলাম হলো সেই ধর্ম যা মহান আল্লাহ্ তায়ালা মানবজাতির শুরু **হজরত আদম থেকে শুরু করে হজরত মুহাম্মদ পর্যন্ত সব নবীর মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে**। অর্থাৎ তিনি ইসলাম ছাড়া কোনো ধর্ম কখনো পাঠাননি, যখন ধর্মই একটা তখন শ্রেষ্ঠ তো এইটাই হবে। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মে ত্রুটি থাকলেও ইসলামে সবকিছুর সুন্দর ও সঠিক সমাধান রয়েছে।

১৬. প্রশ্ন: আশারে মোবাসসারা কী? আশারায়ে মোবাসসারা কতজন? তাঁদের মধ্যে একজন ধনী ছিলে তাঁর নাম কী?

উত্তর: আরবি আশারা শব্দের অর্থ দশ। আর মুবাশশারা অর্থ সুসংবাদপ্রাপ্ত। অতএব, আশারায়ে মুবাশশারা অর্থ সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন। ইসলামি পরিভাষায়, আশারায়ে মুবাশশারা বলতে বোঝায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দশজন সাহাবীকে হাদিস অনুযায়ী যারা জীবদ্দশায় জান্নাতের প্রতিশ্র“তি পেয়েছিলেন।

১. আবু বকর (রাঃ)
২. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)
৩. উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)

৪. আলি ইবনে আবু তালিব (রাঃ)
৫. তালহা ইবনে উবাইদিল-াহ (রাঃ)
৬. জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ)
৭. আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)
৮. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)
৯. সাঈদ ইবনে যায়িদ (রাঃ)
১০. আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)

ঘটনা: হিজরী দশম সালে মদিনায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ফলে বহুলোক অনাহারে ও অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছিল। কোনোদিক থেকে সাহায্য-সহযোগিতা ও খাদ্য সামগ্রী আমদানি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। এমনি এক দিন নবি মুহাম্মাদ মদিনা মসজিদে খুতবা দান করতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ সংবাদ এল যে, শামদেশ থেকে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী নিয়ে একদল বণিক মদীনায় আগমন করছে। তখন সব সাহাবা-এ-কিরাম বণিক দলের নিকট গমন করে। কেবলমাত্র দশজন সাহাবা তথায় গমন না করে মনোযোগ সহকারে মুহাম্মাদের এর খুতবা শ্রবণে নিমগ্ন রইলেন। মুহাম্মাদ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে একে একে তাঁদের নাম উলে-খ করে তাদেরকে বেহেশতবাসী বলে ঘোষণা করেন।

১৭. প্রশ্ন: আমরা কোন মাযহাবের অনুসারী

উত্তর: ইসলামে মাযহাব নিয়ে অনেক মাতামাতি। সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের বিভেদ তৈরি করে রেখেছে এই মাযহাব। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের হানাফি মাযহাবের বলে পরিচয় দেয়। কেউ কি বলতে পারে আমাদের রাসুল (সাঃ) কোন মাযহাবের ছিলেন? চলুন, গভীরে যাওয়া যাক। মাযহাব মানে দল বা পথ। এবার বলুন, ইসলামে কয়টি পথ? সাবধান, খুব হিসেব করে উত্তর দিবেন। আল-াহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন- হাশরের দিনে মুসলমানদের ৭৩টি দল হবে। ১টি বাদে সবকটি দল যাবে জাহান্নামে। সেই ১টি দল কোনটা? যে দলে রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের বহুদিন পর দুনিয়াতে চারজন খুব বড় আলেমের আগমন ঘটে। তাঁরা হলেন-

১। ইমাম আবু হানিফা
২। ইমাম মালেক
৩। ইমাম শাফী
৪। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

(আপনি যেই উত্তরই বলুন, সেটা যুক্তিসহকারে বলবেন)

১৮. প্রশ্ন: চার খলিফার সাথে মহনবী এর কি সম্পর্ক ছিল?

উত্তর: খুলাফায়ে রাশেদিন এর শাব্দিক অর্থ ন্যায় পরায়ন, ন্যায়নিষ্ঠ, সঠিকভাবে পথনির্দেশপ্রাপ্ত খলিফা। ইসলাম ধর্মের শেষ বাণীবাহক নবী মুহাম্মদের পর ইসলামী বিশ্ব শাসনকারী চারজনকে খুলাফায়ে রাশেদিন বলা হয়। তারা মুহাম্মদের সহচর ছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর ইসলামের

নেতৃত্ব দেন। এই চারজন হলেন: (ক) হযরত আবু বকর (রা:) (খ) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) (গ) হযরত উসমান ইবন আফফান (রা:) (ঘ) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:)

১৯. **প্রশ্ন: ৫ম খলিফার নাম**

উত্তর: উমর ইবনে আবদুল আজিজ: উমাইয়া বংশীয় অন্যান্য শাসকদের মতো তাকেও মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে গণ্য করা হয়। খুলাফায়ে রাশেদিন এর চার খলিফার সাথে তুলনা করতে গিয়ে অনেকে তাকে ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলে থাকেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় উমর নামে পরিচিত ছিলেন।

২০. **প্রশ্ন: ইসলামে সন্ত্রান ও জঙ্গীবাদ**

উত্তর: ইসলাম কখনো বোমাবাজি, হত্যা, গুপ্তহত্যা, আত্মঘাতী হামলাসহ কোন ধরনের অরাজকতা সমর্থন করে না। এই পথে যারা পা বাড়িয়েছে তারা জঘন্যতম অপরাধে জড়িত হয়েছে এবং ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণ হারাম। বোমাবাজি, মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও আত্মঘাতী তৎপরতা ইত্যাদি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা এগুলো করছে তারা বিভ্রান্ত, ইসলাম বিরোধীদের ক্রীড়নক। এদের চিহ্নিত করে প্রতিহত করা প্রয়োজন।

২১. **প্রশ্ন: নারীদের ইসলামে মর্যাদা**

উত্তর: ইসলামে একজন নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। সে তার নিজের নামে যেকোনো চুক্তি বা উইল করতে পারে। তিনি মা, স্ত্রী, বোন এবং কন্যা হিসাবে তার অবস্থানে উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারী। তার স্বামী বেছে নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার
ইসলামে নারীর পরকালীন কল্যাণের অধিকার
কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার
স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার
মাতা হিসেবে নারীর অধিকার
নারীর পছন্দমতো বিয়ের অধিকার

২২. **প্রশ্ন: ইমাম আর খত্বিব এর মধ্যে পার্থক্য**

উত্তর: যিনি খুতবা দেন তাঁকে 'খতিব' বলা হয়। সাধারণত যেসব মসজিদে আলাদা খতিব নেই, সেখানে পেশ-ইমাম বা প্রধান ইমাম অথবা ইমাম ও সানি ইমাম (সহকারী ইমাম) খুতবা প্রদান করেন এবং জুমার ও ঈদের নামাজে নেতৃত্ব দেন। জুমার খুতবা নামাজের আগে এবং ঈদের নামাজসহ অন্যান্য নামাজে খুতবা পরে দেওয়া হয়।

২৩. **প্রশ্ন: রাসূর (স) মোট কতটি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন?**

উত্তর: মুহাম্মাদ (সাঃ) সরাসরি **২৭টি** যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে **১৯**টি ছিল "গাজওয়া" এবং ৮টি ছিল "**সারায়া**"। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নেতৃত্বে পরিচালিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলির মধ্যে রয়েছে:

- বদরের যুদ্ধ (৬২৪ খ্রি.)
- উহুদের যুদ্ধ (৬২৫ খ্রি.)
- খন্দকের যুদ্ধ (৬২৭ খ্রি.)
- খায়বারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রি.)
- মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রি.)
- হুনাইনের যুদ্ধ (৬৩০ খ্রি.)
- তাবুক অভিযান (৬৩০ খ্রি.)

২৪. **প্রশ্ন: খন্ডকের যুদ্ধ**

উত্তর: খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি যুদ্ধ। ৫ হিজরির শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মক্কার কুরাইশ, মদিনার ইহুদি, বেদুইন ও পৌত্তলিকেরা মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নামে। খন্দক মানে পরিখা বা গর্ত। পারস্য থেকে আগত সাহাবি **সালমান ফারসির** পরামর্শে হযরত মুহাম্মদ (স:) মদিনার চারপাশে পরিখা খননের নির্দেশ দেন।

২৫. **প্রশ্ন: হিলফুল ফুযুল কি? এর শর্ত কয়টি ও কী কী?**

উত্তর: হিলফ উল ফুজুল ছিল একটি সামাজিক সংঘ। এর শাব্দিক অর্থ হলো "**শান্তির সংঘ**" বা "**কল্যাণের শপথ**" (হলফ অর্থ শপথ এবং ফুযুল বা ফযিলত মানে মঙ্গল)। এটি জিলকদ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭ বছর বয়সে এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন মুহাম্মাদ সা। **এটি পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম শান্তি সংঘ**। এই সংঘ পবিত্র মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ সা. ইসলাম পূর্বযুগে এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের কাজ ছিল পীড়িতদের সাহায্যদান, দুস্থদের আশ্রয়দান এবং অসহায়দের সহায়তা করা। বিদেশি ব্যবসায়ীদের জান মালের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া ইত্যাদি। এ সংগঠনের প্রভাবে মক্কা অনেক বিপর্যয় থেকে রেহাই পায়। কাবা ঘরের কালোপাথর পুনঃস্থাপনেও এই সংঘটি ভূমিকা পালন করে।

ইতিহাস: কুরাইশ জাতি নিজেদের মধ্যে নানা ঝামেলায় জড়িয়েছিল। এক অমীমাংসিত খুনের মামলায় যুদ্ধ অবধি বেধে যায়। যা **ফিজার যুদ্ধ** নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ ৫ বছর অব্যাহত ছিল অনেক কুরাইশ নেতা সিরিয়া ও আবিসিনিয়ায় চলে যান, যেখানে তারা শান্তি পাবেন। এইসব জায়গায় শক্ত আইন বলবৎ থাকলেও আরবে ছিল না। ফিজর যুদ্ধের পরিণতি হিসাবে কুরাইশরা বুঝতে পারে, মক্কা শহরের অবনতি নিজেদের মধ্যকার ঝামেলার ফল। ইয়েমেনের যাবিদ শহরের এক বণিক শাম এলাকার কিছু ব্যক্তিকে কিছু দ্রব্য বিক্রি করে প্রতারিত হয়ে কুরাইশদের দ্বারস্থ হন। এই সব ঘটনার জেরে আব্দুল-াহ ইবন জা'দানের ঘরে সভা বসে। এর বক্তব্য ছিল

১. মুল্যবোধের ন্যায়কে সম্মান দেওয়া।
২. গৃহবিবাদ বন্ধ করা।

৩. যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকা।
৪. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা

এই সভাকে সফল করার জন্য কিছু ব্যক্তি কাবা ঘরে মিলিত হন। কাবাঘরের কালো পাথরে জল ঢেলে তা পান করেন। এই চুক্তিকে কাবাঘরের ভেতরে রাখা ছিল। প্রত্যেকে মাথার উপর নিজের ডান হাত রাখেন। তারা বিশ্বাস করতেন আল-াহ তাদের সহায়। এই ব্যক্তিদের মধ্যে মুহাম্মাদও ছিলেন। আবু বকর সিদ্দিককেও এই চুক্তির অন্যতম অংশগ্রহণকারী মনে করা হয়।

২৬. **প্রশ্ন: তিত্তবাদ কি?**

উত্তর: খ্রিস্টানদের ত্রিত্ব হলো অধিকাংশ খ্রিস্টীয় মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত **ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় তত্ত্ব**, যেখানে এক ঈশ্বরকে তিনজন সহ-সমান, সহ-অনন্ত, স্থায়ীভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরত্বের মিলন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: **পিতা** ঈশ্বর, **পুত্র** ঈশ্বর (যিশু খ্রিস্ট) ও **পবিত্র আত্মা** ঈশ্বর, অর্থাৎ এক সারবত্ত্বা/ সত্ত্বা/ প্রকৃতি (সমজাতীয়তা) তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে (অস্তিত্ব) বিভক্ত। চতুর্থ লেটারান পরিষদে ঘোষণা করা হয়েছিল, পিতা জন্ম দেন, পুত্র জন্ম নেন এবং পবিত্র আত্মা এগিয়ে আসেন। এই প্রেক্ষাপটে, একটি সত্ত্বা/প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বর কী তা সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেখানে **তিনটি ব্যক্তিত্ব দ্বারা ঈশ্বর কে তা সংজ্ঞায়িত করা হয়**। এর মাধ্যমে অবিলম্বেই তাঁদের পার্থক্য ও তাঁদের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য প্রকাশিত হয়। এভাবে সৃষ্টি ও অনুগ্রহের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে তিনজন ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বের একক বিভক্ত ক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, যেখানে ত্রিত্বে প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের নিজেদের জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পায়, যার ফলে প্রমাণিত হয় যে সবকিছু "পিতার কাছ থেকে," "পুত্রের মাধ্যমে" এবং "পবিত্র আত্মার মাঝে" আবির্ভূত হয়।

২৭. **প্রশ্ন: বর্তমান মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ ও ইসলামি মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য কি?**

উত্তর:

বর্তমান মূল্যবোধ:

মূল্যবোধ একটি মানবিক গুণ, এটি মানবিক গুনাবলির সব থেকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। এই গুণের কারণেই আমরা মানুষ হিসেবে ভালো চরিত্রের অধিকারি হয়ে থাকি। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে **ভালো-মন্দ, ঠিক-ভুল সম্পর্কে সমাজের মানুষের যেই ধারনা তাকেই মূলত মূল্যবোধ বলা হয়**। মূল্যবোধ এর সৃষ্টি হয়ে থাকে কিছু আচরনের উপর ভিত্তি করে।

সামাজিক মূল্যবোধ

যেকোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজ স্বীকৃত আচার-আচরণের সমষ্টি হলো সামাজিক মূল্যবোধ। সমাজে বসবাসকারী মানুষের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে মানদণ্ড দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রিত হয়, তার সমষ্টিই হলো সামাজিক মূল্যবোধ।

ইসলামি মূল্যবোধের

সমাজে বসবাসকারী মানুষের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলি যখন ইসলামি মূলনীতি অনুসারে পরিচালিত হয়, তখন তাকে ইসলামি মূল্যবোধ বলে। ইসলামের উদার মানবিক মূল্যবোধের শাণিত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলাম যে কোনো মানুষের মর্যাদা ও অধিকারকে সম্মান করে। নৈতিক মূল্যবোধ জাগরণের মাধ্যমে, ব্যক্তি সারা জীবনতার বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আচরণগত সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। জীবন-অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির ভালো-মন্দ বা উচিত-অনুচিত বোধ তার মধ্যে জাগ্রত হয়। ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের বিস্তৃতির সাথে সাথে এই মূল্যবোধগুলো কেন্দ্রিভূত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। আবার অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া হচ্ছে শিক্ষা।

ধর্মীয় মূল্যবোধ

মানুষের আচরণে ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব ব্যাপক। যখন কোন বস্তুকে সর্বশক্তিমান বা ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে মহান হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তখনই তাকে বলা হয় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা (Religious Experience) বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা (Spiritual Experience)| এই জাতীয় অভিজ্ঞতার পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং উদার।

২৮. **প্রশ্ন:** ইজমা কী?

উত্তর: ইজমার আভিধানিক অর্থ ঐক্যমত পোষণ করা। পরিভাষায়, একই যুগের উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল সৎ মুজতাহিদদের কোনো বক্তব্যমূলক বা কার্যমূলক বিষয়ে একমত হওয়াকে ইজমা বলে।

২৯. **প্রশ্ন:** কিয়াসের অর্থ কী?

উত্তর: কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুমান করা বা তুলনা করা। কিয়াস হচ্ছে মূল থেকে শাখার দিকে হুকুমকে স্থানান্তরিত করা, উভয়টির মধ্যে একই ইল-ত পাওয়ার কারণে।

৩০. **প্রশ্ন:** জুমআর নামাজ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কী কী?-

উত্তর: জুমআর নামাজ ওয়াজিব হওয়ার শর্তগুলো হলো

১.মুকীম হওয়া
২.সুস্থ হওয়া
৩.আজাদ হওয়া
৪.পুরুষ হওয়া
৫.দুপা অক্ষত থাকা
৬.প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া
৭.স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া
৮.জালিমের অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকা

৩১. **প্রশ্ন:** .বেহেশত কতটি এবং কী কী?

উত্তর: বেহেশত আটটি। যথা:

১. জান্নাতুল ফিরদাউস
২. দারুল মাকাম
৩. দারুল কারার
৪. দারুস সালাম
৫. জান্নাতুল মাওয়া
৬. দারুন নাঈম
৭. দারুল খুলদ
৮. জান্নাতুল আদন

৩২. **প্রশ্ন:** ইসলামি সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো কী কী?

উত্তর:

১. দেশরক্ষা
২. নির্বাহী বিভাগ
৩. আইন-শৃঙ্খলা
৪. বিচার বিভাগ
৫. শিক্ষা বিভাগ
৬. উন্নয়নমূলক ব্যয়
৭. সামাজিক নিরাপত্তা
৮. বিবিধ ব্যয়

৩৩. **প্রশ্ন:** ইলহাম কী?

উত্তর: কোনো প্রকার চেষ্টা-তদবীর, চিন্তা-ভাবনা এবং প্রমাণ ছাড়া আল-াহর পক্ষ থেকে সরাসরি যে বিষয় কোনো বান্দার অন্তরে নিক্ষেপিত হয়, তারই নাম ইলহাম।

৩৪. **প্রশ্ন:** শাফায়াত অর্থ কী?

-শাফায়াত অর্থ সুপাশি করা।

৩৫. **প্রশ্ন:** মিযান কী?

উত্তর: হাশরের দিনে আল-াহ বান্দাদের পার্থিব জগতের কৃতকর্মের সঠিক পরিমাপ করার লক্ষ্যে একটি পরিমাপ যন্ত্র বা দাঁড়িপাল-া স্থাপন করবেন, একে মিযান বলে।

৩৬. **প্রশ্ন:** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন নারী কে কে ?

উত্তর: আসিয়া (আ:), মারিয়াম (আ:), খাদিজা (রা:), ফাতিমা (রা:) ।

01521300473

৩৭. **প্রশ্ন:** কোন নবীকে আল-াহ তা'আলা পাখির ভাষা বুঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন ?
উত্তর: সুলাইমান (আ:) ।

৩৮. **প্রশ্ন:** প্রথম রাসূল কে ছিলেন ?
উ: নূহ (আ:) ।

৩৯. **প্রশ্ন:** সর্বপ্রথম অহংকার করে কে ?
উত্তর: ইবলিশ ।

৪০. **প্রশ্ন:** বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্ড়ি কি ?
উত্তর: রজম (কোমর/ গলা পর্যন্ত পুতে ঢিল মেরে হত্যা) ।

৪১. **প্রশ্ন:** কোন সূরা কে সূরাতুশ 'শিফা' বলে হয়?
উত্তর: সূরা ফাতিহা ।

৪২. **প্রশ্ন:** জীবিত অবস্থাতেই কতজন সাহাবী (রা:) জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন ?
উত্তর: ১০ জন ।

৪৩. **প্রশ্ন:** মুনাফিদের জন্য কোন কোন সালাত আদায় করা কষ্টকর ?
উত্তর: ইশা ও ফজর ।

৪৪. **প্রশ্ন:** ইসলামের চারজন খলিফা কে কে?
উত্তর: ইসলামে ৪ জন খলিফা হলেন ১. হযরত আবু বকর (রা.) ২. হযরত ওমর (রা.) ৩. হযরত ওসমান (রা.) ৪. হযরত আলী (রা.)।

৪৫. **প্রশ্ন:** মুশরিক কাকে বলে?
উত্তর : যে ব্যক্তি এক আল-াহর সাথে কাউকে অংশীদার (শিরক) সাবস্ড় করে তাকে মুশরিক বলে। অথবা যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে মুশরিক বলে ।

৪৬. **প্রশ্ন:** শিরক কত প্রকার?
উত্তর: দুই প্রকার ।যথা:
১.শিরকে আকবর(বড় শিরক) ।যেমন :আল-াহর স্ত্রী ও ছেলে -মেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করা।
২.শিরকে আছগর(ছোট শিরক) ।যেমন :রিয়া(লৌকিকতা)।

৪৭. **প্রশ্ন:** শিরক প্রধানত কত প্রকার?

উত্তর :শিরক প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

১. আল-াহর সত্ত্বার সাথে শিরক করা। যেমনঃ আল-াহর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে বলে মনে করা। এরকম শিরক খ্রিষ্টানরা করে থাকে।

২. আল-াহর গুণাবলিতে শিরক করা। যেমনঃ নবী, রাসূল ও আওলিয়াগণ গায়েব জানেন বলে মনে করা, কারণ গায়েবের জ্ঞান শুধুমাত্র আল-াহ তয়ালা

ই জানেন। সূফীগণ সাধারণত এই ধরনের শিরক করে থাকে।

৩. আল-াহর ইবাদতে শিরক করা। যেমনঃ কবর কিংবা মাজারে সিজদা দেওয়া, কোন পীরকে সিজদা দেওয়া। এমনকি! উপাসনার নিয়্যতে কারো সামনে মাথা নত করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৪৮. **প্রশ্ন:** ফাসিক কাকে বলে?

উত্তর :বাংলাতে ফাসেক শব্দের অর্থ করা হয় পাপীষ্ঠ। যে ব্যক্তি নিয়মিত কবীরাহ গুনাহতে লিপ্ত থাকে অথবা প্রকাশ্যে আল-াহর নিষিদ্ধ ঘোষিত হারাম কাজ করতে অভ্যস্ড় এবং তোওবা করে পাপ কাজ থেকে ফিরে আসেনা, তাকে ফাসেক বলা হয়। ফাসেক ব্যক্তি যদি নামাযী মুসলমান হয়, দ্বীনের অন্য বিধি-বিধান মেনে চলে কিন্তু কিছু কবীরাহ গুনাহতে লিপ্ত থাকে, তাহলে মীযানে তার নেক আমল যদি পাপ কাজের ওজনের চাইতে ভারী হয় তাহলে সে জান্নাতে যাবে। অথবা আল-াহর বিশেষ রহমতে তাকে যদি ক্ষমা করে দেন, তাহলে সে কোন শাস্ড়ি ছাড়াই সরাসরি জান্নাতে যাবে। কিন্তু তার পাপ কাজ যদি নেকীর চাইতে বেশি ভারী হয় এবং আল-াহর রহমত পেতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে জাহান্নামে পাপের শাস্ড়ি ভোগ করবে।

৪৯. **প্রশ্ন:** কাফের কাকে বলে?

উত্তর :কাফির শব্দটি كفار ধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হল ঢেকে রাখা, লুকিয়ে রাখা এবং এর ব্যবহারিক অর্থ হল অবাধ্যতা, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা - ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, কুফর হল ঈমানের বিপরীত। সংজ্ঞাঃ যে ব্যক্তি আল-াহর নাযিলকৃত দ্বীন ইসলাম, যেমনঃ কুরআনুল কারীম বা এর কোনো আয়াত, মুহাম্মাদ (সঃ) অথবা কোনো একজন নবী/রাসূলকে অস্বীকার, ইসলামি আক্বিদার মৌলিক কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণিত ইসলামের এমন কোনো বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে, প্রত্যাখ্যান অথবা এইগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা/অবজ্ঞা করে, তাকে কাফির বলা হয়।

৫০. **প্রশ্ন:** মুনাফিক কাকে বলে?

উত্তর :মুনাফিক (আরবিতে: منافق, বহুবচন মুনাফিকুন) একটি ইসলামি পরিভাষা যার অর্থ একজন প্রতারক বা "ভন্ড ধার্মিক" ব্যক্তি। যে প্রকাশ্যে ইসলাম চর্চা করে; কিন্তু গোপনে অন্তরে কুফরী বা ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস লালন করে। আর এ ধরনের প্রতারণাকে বলা হয় নিফাক (আরবি: نفاق)।

৫১. **প্রশ্ন:** হাদিসে মুনাফিকের আলামত কয়টি রয়েছে?
উত্তর : চারটি। যথা:
১. সম্পদ গচ্ছিত রাখা হলে তা হনন করে;
২. কথা বললে মিথ্যা বলে;
৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; এবং
৪. বিবাদে লিপ্ত হলে বিস্ফোরিত হয় (فَجَرَ, ফাজারা)/অশ-ীল গালি দেয়/সত্য থেকে বিচ্যুত হয়/অত্যন্ত অবিবেচক, অযৌক্তিক, মূর্খ, মন্দ এবং অপমানজনকভাবে আচরণ করে।

৫২. **প্রশ্ন:** প্রধান ফেরেশতা কারা?
উত্তর: জিবরাঈল, ইসরাফীল, মীকাঈল ও মালাকুল মওত (আঃ)।

৫৩. ২২. ওহী নাযিল করার দায়িত্ব কোন ফেরেশতার ছিল?
উত্তর: জিবরাঈল (আঃ) এর।

৫৪. **প্রশ্ন:** কোন ফেরেশতাকে সকল ফেরেশতার সরদার বলা হয়?
উত্তর: জিবরাঈল (আঃ) কে।

৫৫. **প্রশ্ন:** ইসরাফীল (আঃ) এর দায়িত্ব কি?
উত্তর: আল-াহর নির্দেশ ক্রমে শিংগায় ফুৎকার দেয়া।

৫৬. **প্রশ্ন:** মীকাঈল ফেরেশতার কাজ কি?
উত্তর: তিনি বৃষ্টি বর্ষণ, উদ্ভিদ উৎপাদন প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত।

৫৭. **প্রশ্ন:** প্রাণীকুলের জান কবজের কাজে নিয়োজিত ফেরেশতার নাম কি?
উত্তর:মালাকুল মওত। (আজরাঈল নাম বিশুদ্ধ নয়)

৫৮. **প্রশ্ন:** কোন ফেরেশতা কি মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ করতে পারে?
উত্তর: না, আল-াহ্ ছাড়া কেউ কারো কোন কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক নয়- ফেরেশতা, জিন, মানুষ- নবী, ওলী কেউ না।

৫৯. **প্রশ্ন:** জান্নাতের দরজাসমূহ কয়টি?
উত্তর : হাদিস অনুসারে জান্নাতের মোট আটটি দরজা রয়েছে।
১.বাবুস সালাহ
২.বাবুল জিহাদ

01521300473

৩.বাবুস সাদাকাহ
৪.বাবুর রাইয়ান[৫]
৫.বাবুল হজ
৬.বাবুল কাদিমিনুল গায়িধ
৭.বাবুল ইমান
৮.বাবুজ জিকর
(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৭)।

৬০. **প্রশ্ন:** জাহান্নামের স্ড়র কয়টি ও কি কি?
উত্তর : সাতটি। যথা:
জাহান্নামের স্ড়র ৭ টি।
১. জাহান্নাম
২. লাজা।
৩. হুতামাহ (চূর্ণবিচূর্ণকারী)
৪. সায়ীর। (উজ্জ্বল অগ্নিকাণ্ড)
৫. সার্কা।
৬. জাহিম। ("জ্বলন্ত আগুন)
৭. হাবিয়াহ(অতল গহ্বর),

৬১. **প্রশ্ন:** কবরে কয়টি প্রশ্ন করা হবে এবং কি কি?
উত্তর : তিনটি।যথা :
১. তোমার রবকে?
২. তোমার দ্বীন কি?
৩. এই ব্যক্তি (মুহাম্মদ স.) সম্পর্কে তোমার কি মতামত?

৬২. **প্রশ্ন:** ইবাদাত কাকে বল?
উত্তর : ইবাদাত শব্দটি আবাদা শব্দের ক্রীয়ামূল; যার অর্থ আনুগত্য করা, দাসত্ব করা, গোলামী করা, বিনয়ী হওয়া, অনুগত হওয়া, মেনে চলা ইত্যাদি; ইসলামী পরিভাষায়, আল-াহর একত্ববাদকে মান্য করে চলার নামই ইবাদাত; এর বাইরে বা বিপরীতে যা কিছু করা হোক না কেন, তা ইবাদাত বলে গণ্য হবে না।
ইবাদতের পরিচয় দিতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র:) বলেন, ইবাদাত হচ্ছে রাসুলগণের মাধ্যমে আল-াহ যে বিধান দিয়েছেন তা মেনে চলা। তিনি আরো বলেন, আল-াহ যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন এমন সকল প্রকাশ্য ও গোপনীয় কাজ বর্জন করা।

01521300473

৬৩. **প্রশ্ন:** আস-সিখরিয়া কাকে বলে এবং এর হুকুম কী?
উত্তর: অহংকারবশতব অন্যকে ঘৃণা করা,বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা অথবা বিদ্রূপ করাকে আস-সিখরিয়া বলে।এটা করা হারাম।

৬৪. **প্রশ্ন:** কাউকে দোষারোপ করা যাবে কী?
উত্তর : না।وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

৬৫. **প্রশ্ন:** গিবত কাকে বলে এবং এর হুকুম কী?
উত্তর: কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ -ত্রুটি বর্ণনা করা।যা শুনলে সে মনে কষ্ট পাবে, যদিও তার মধ্যে উক্ত দোষটি বিদ্যমান থাকে, তাকে গিবত বলে। এটা করা হারাম।

৬৬. **প্রশ্ন:** অধিক ধারণা করা কী?
উত্তর : পাপ। اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ. সূরা আল হুজুরাত -৪৯: ১২।

৬৭. **প্রশ্ন:** কারো দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা কী?
উত্তর : হারাম।

৬৮. **প্রশ্ন:** তাওহীদের কয় রোকন?
উত্তর: তাওহীদের দুই রোকন:
১. তাগুতকে বর্জন করা।
২. দৃঢ়ভাবে এক আল-াহর প্রতি ঈমান আনা।

৬৯. **প্রশ্ন:** পরপুরুষদের সাথে মুমিন নারীরা কিভাবে কথা বলবেন?
উত্তর: কর্কশ ভাষায়।

৭০. **প্রশ্ন:** ছেলে-মেয়েরা কখন থেকে পর্দা করা শুরু করবে?
উত্তর : ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে(৯-১৩)।

৭১. **প্রশ্ন:** রব কাকে বলে?
উত্তর:আরবী ভাষায় রব শব্দটি মালিক, মনিব, পরিচালক, প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক, অনুগ্রহকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যাবহৃত হয়। (লিসানুল আরব) আল্লাহ রব এর অর্থ হলো, তিনি মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, সুবিশাল সৃষ্টিরাজির উপর স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণরুপে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী, অদৃশ্য হতে সৃষ্টিরাজির রক্ষনাবেক্ষন ও প্রতিপালনকারী। তিনি প্রতিটি সৃষ্টির প্রয়োজন পূর্ণ করেন এবং বিপদ-আপদে আশ্রয় প্রদান করেন ইত্যাদি।পরিভাষায় যিনি এই সুবিশাল সৃষ্টিজগতের প্রতিপালন-পরিচালনা করেন তাকেই রব বলা হয়।

01521300473

৭২. **প্রশ্ন:** ইলাহ কাকে বলে?

উত্তর: বাংলা ভাষায়, শব্দটি সাধারণত ইসলাম ধর্মে স্রষ্টাকে বুঝায়। "আল-াহ" শব্দটি "আল" ও "ইলাহ" (আরবীতে إله) এর সংক্ষিপ্ত রূপের সমন্বয়ে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। শব্দিকভাবে ইলাহ শব্দটি হয়তো ওয়ালিহা থেকে এসেছে অথবা আলিহা থেকে এসেছে। (লিসানুল আরব) আরবী ভাষায় এই দুটি শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যাবহৃত হয়।

ইলাহ: তিনি এমন উপাস্য যার আনুগত্য করা হয়। তিনি ইবাদাতের যোগ্য।পরিভাষিকভাবে যা কিছুর ইবাদত করা হয় এবং যার কাছে কেনো কিছু চাওয়া হয় তাই ইলাহ। {তোমরা আল-াহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।}[সূরা: আন-নিসা, আয়াত: ৩৬] {তিনি আল-াহ তা'আলা, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।} [সূরা: আল-হাশর,আয়াত: ২২]

৭৩. **প্রশ্ন:** দ্বীন কাকে বলে?

উত্তর: দ্বীন শব্দটি এখানে নিয়ম-নীতি, পন্থা-পদ্ধতি ও বিধি-বিধান অর্থে ব্যাবহার করা হয়েছে।আল-াহ বলেন, "তারা সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না" (সুরা তাওবা-২৯) রাসুলুল-াহ সা. বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে" (আবু-দাউদ, তিরমিযী) ফিকহুল আকবারে এসেছে, দ্বীন বলতে বোঝায় ঈমান, ইসলাম ও আল-াহ প্রদত্ত যাবতীয় বিধি-বিধানকে। মোল-াহ আলী কারী রহ.এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলেন, দ্বীন শব্দটি যখন সাধারনভাবে ব্যাবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় নবীদের উপর যেসব বিধি-বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে সেগুলো মেনে নেওয়া তার উপর বিশ্বাস স্থাপণ করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া।(শারহে ফিকহে আকবার- পৃষ্ঠা-১৩১)

৭৪. **প্রশ্ন:** ইবাদত কাকে বলে?

উত্তর: ইবাদাত শব্দটি আবাদা শব্দের ক্রীয়ামূল; যার অর্থ আনুগত্য করা, দাসত্ব করা, গোলামী করা, বিনয়ী হওয়া, অনুগত হওয়া, মেনে চলা ইত্যাদি; ইসলামী পরিভাষায়, আল-াহর একত্ববাদকে মান্য করে চলার নামই ইবাদাত; এর বাইরে বা বিপরীতে যা কিছু করা হোক না কেন, তা ইবাদাত বলে গণ্য হবে না। ইবাদতের পরিচয় দিতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র:) বলেন, ইবাদাত হচ্ছে রাসুলগণের মাধ্যমে আল-াহ যে বিধান দিয়েছেন তা মেনে চলা। তিনি আরো বলেন, আল-াহ যা ভালবাসেন ও পসন্দ করেন এমন সকল প্রকাশ্য ও গোপনীয় কাজ ও কথার নাম ইবাদাত।

তৃতীয় অধ্যায়

সিলেবাসের আলোকে

১. আল-কুরআন

৭৫. প্রশ্ন: কুরআন কাকে বলে?

القُران هُوَ كَلَامُ الله تَعَالَى ,المُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ المَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ المَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِراً بِلَا شُبْهَةٍ.

১. আল-মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফির বলেন-

الْكِتَابُ هُوَ القُران المُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ المَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ المَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِراً بِلَا شُبْهَةٍ.

অর্থাৎ, কিতাব হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত কুরআন যাকে মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় রাসূল (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে ।

২. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) এর মতে- (هُوَ كَلَامُ الله تَعَالَى المَكْتُوبُ فِى الْمَصَاحِفِ المُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ) অর্থাৎ, কিতাব হলো মহান আল্লাহর ঐ বাণী যা (পূর্ববর্তী) সহিফাসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং যা কদরের রাতে মহানবী মুহাম্মদ (স)-এর ওপরে নাযিল করা হয়েছে।

৩. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন, (الكِتاب هُوَ الْقُرْآنُ المُنَزَّلُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى الرَّسُولِ) অর্থাৎ, কিতাব হলো, ঐ কুরআন যা হযরত রাসূল (স)-এর ওপরে কদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

৭৬. প্রশ্ন: ত্বাকওয়া কী

উত্তর: তাকওয়া শব্দের অর্থ- সতর্ক/ সচেতনতা বোধ/ be aware of/ conscious থাকা। তাই, সতর্কতা ও সচেতনতা বোধই হলো তাকওয়া (تقوى)। শরীআতের পরিভাষায় তাকওয়া হলো, **বান্দা যেন আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে**, আর তা করতে হলে যা করতে হবে তা হলো, তাঁর নির্দেশকে পুরোপুরি মেনে নেয়া, এবং তাঁর নিষেধকৃত বস্তুকে পুরোপুরি ত্যাগ করা।

মুত্তাকী অর্থ-সংযমী; ভীরু; শান্তিকামী; নিরাপদে থাকার চেষ্টাকারী; **যিনি আল্লাহর আদেশকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে এবং তার নিষেধ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থেকে তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন**। [ইবনে কাসীর]

- ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যাঁরা ঈমান গ্রহণ করে শিরক, কবিরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ হতে নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর হুকুম যথাযথ পালন করে।
- মুয়ায (রা) বলেন, যারা শিরক ও প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করেন।

৭৭. প্রশ্ন: আর-রহমান ও রহীমের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: সূরা আল-ফাতিহার তিন নাম্বার আয়াতঃ (ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)। "যিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু। অত্র আয়াত থেকে আমরা আল-াহ সুবহানাহু তাআলার দুইটি সুন্দরতম নাম জানতে পারিঃ

(১) ٱلرَّحۡمَٰنِ - পরম করুণাময়।

(২) ٱلرَّحِيمِ - অতি দয়ালু।

রহমান এবং রহীম নামের উৎস (রহম বা দয়া) এক হলেও এই দুইটি নামের অর্থের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন আলেম বলেছেন **'রহীম-এর তুলনায় রহমান-এর মধ্যে মুবালাগা** (অতিরিক্ততাঃ রহমত বা দয়ার ভাগ) বেশী রয়েছে। আর এই জন্যই বলা হয় যে,ওরাহমানাদ্দুনিয়া ওয়াল-আখিরাহ। অর্থাৎ আল-াহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে রহমকারী। দুনিয়াতে তাঁর রহমত ব্যাপক; বিনা পার্থক্যে কাফের ও মুমিন সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। পক্ষান্তরে, আখেরাতে আল-াহ তাআলা কেবল রহীম হবেন। অর্থাৎ তাঁর রহমত কেবল মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট হবে, কাফেররা তাঁর দয়ার কোন অংশ পাবে না। (আল-াহ আমাদেরকে তাঁর দয়ার অন্তর্ভুক্ত করুন!)

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা "রহমানুর রহীম" আবার একই সাথে তিনি "আহকামুল হাকিমিন" বা সর্বোত্তম ন্যায় বিচারক। তিনি যাকে ইচ্ছা রহম করে তার গুনাহ মাফ করে দিবেন, জান্নাতে চিরস্থায়ী সুখের জীবন দান করবেন, যাকে ইচ্ছা তার কৃত কর্মের কঠোর শাস্তি ভোগ করাবেন। আল-াহর রহমত দ্বারা কাফির ব্যক্তি দুনিয়াকে সাময়িক সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারে কিন্তু আখিরাতে তিনি কাফিরদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করবেন না। বরং তাদের কৃত কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন।

৭৮. প্রশ্ন: হিকমাহ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: হিকমাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ-প্রজ্ঞা (wisdom)। কিন্তু কুরআনিক পরি ভাষায় হিকমার অর্থ বিস্তৃত। **হিকমাহ অর্থ- "ন্যায়-নীতি, ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও morality সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান" যা মহান আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাঁর বিশেষ কোন বান্দাকে দান করেন।** সংক্ষেপে হিকমাহকে আমরা কুরআনের প্রয়োগিক জ্ঞান বলতে পারি।

৭৯. প্রশ্ন: ইহসান অর্থ কী?
উত্তর:

❖ **احسان** (ইহসান) হল একটি আরবি পরিভাষা, যা **حسن** মূলধাতু হতে উদ্ভূত। শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

১. **إحسانٌ في حقوق الخَلْق** তথা সৃষ্টির অধিকারে ইহসান:
কারো প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা; কারো সাথে সদ্ব্যবহার/ ভালো আচরণ করা; কোন কিছুকে ভালো করা, উন্নত করা বা সুন্দর করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন, (اَحْسِنُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ) "আর লোকদের প্রতি ইহসান করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা বাকারা: ১৯৫)

২. **إحسان في عبادة الخالق** তথা সৃষ্টিকর্তার ইবাদতে ইহসান:
কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর ইবাদত করা। ভালোভাবে কাজ সম্পন্ন করা, উত্তমরূপে কাজ আদায় করা, সৌন্দর্যবর্ধন, সম্পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা, চমৎকারিতা, ভালো, উত্তম, সুন্দর, মনোহর। ইসলামী পরিভাষায় ইহসান হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের চরম শিখর ও পরম অবস্থা।

✓ হাদিসে জিবরাঈলে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন, ইহসান হলো: (أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) "আল্লাহর ইবাদত করার সময় মনে করতে হবে যে, তুমি আল্লাহকে দেখছো, আর যদি তুমি দেখতে না পাও তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।" -বুখারি

✓ আল্লাহ তায়ালা বলেন, (اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন (সর্বোত্তমভাবে তাদের কর্ম সম্পাদনকারী)। (নাহল:১২৮)

৮০. প্রশ্ন: সূরা বাকারার অর্থ কি এর নাম করণের পৃক্ষাপট/ সূরা বাকারাকে কেন বাকা বলা হয়েছে? গাভী কেন জবাহ করা হয়েছে?

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰی لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۶۷﴾

১. এ ঘটনার সংক্ষিপ্তবিবরণ এই যে, ইসরাঈল-বংশধরদের মধ্যে একটি হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল। হত্যাকারী কে? তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন, আল-াহ তাদেরকে একটি গরু জবাই করতে নির্দেশ দেন। ইসরাঈল-বংশধররা কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হলে এতসব শর্তও আরোপিত হতো না, বরং যেকোন গরু জবাই করলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু তারা প্রশ্ন করে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে নেয়। শেষ পর্যন্ত তারা সেটা করতে সমর্থ হয়। তারপর গরু জবাই করার পর মৃতদেহে সে গরুর গোশতের টুকরো স্পর্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ আবার মারা যায়। [ইবনে কাসীর থেকে সংক্ষেপিত]

৮১. প্রশ্ন: বদরের যুদ্ধের বন্ধীদের রাসূল (স) মুক্তি দেওয়ার কথা বলে, এবিষয়ে কোনআনে কি বলা হয়ে?

উত্তর: ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মহান আল-াহ এই যুদ্ধকে ইয়াওমুল ফুরকান অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টকারী দিন বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল-াহর এই নামকরণ থেকেই বদর যুদ্ধের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মূলত প্রতিষ্ঠিত শক্তি কুরাইশদের বিরুদ্ধে সদ্যঃপ্রসূত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য বদর ছিল অস্তিত্বের লড়াই। বদর যুদ্ধের বিজয় ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রথম রাজনৈতিক স্বীকৃতি। এ যুদ্ধই ইসলামী রাষ্ট্রের পথচলার গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। বদর যুদ্ধের পূর্বাপর অবস্থা বিশে-ষণ করলে বোঝা যায়, এই যুদ্ধ শুধু মদিনা নয়; বরং সমগ্র আরব উপদ্বীপে মুসলিম উম্মাহর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছিল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, রাসুলুল-াহ (সা.)-এর হিজরতের পর মদিনায় যে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল, তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বদর প্রান্তে বিজয়ের মাধ্যমেই হয়েছিল। এই বিজয়ের আগে মদিনার মুসলিমরা ছিল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় মাত্র। কিন্তু কুরাইশদের মতো প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় এই ধারণা পাল্টে দেয় এবং আরব উপদ্বীপে মদিনার মুসলিমদের একটি রাজনৈতিক পক্ষের মর্যাদা এনে দেয়। শুধু তা-ই নয়, বদর যুদ্ধ আরবের বহু মানুষের হৃদয়ের সংশয় দূর করে দেয় এবং তারা ইসলাম গ্রহণের সৎসাহস খুঁজে পায়। এ ছাড়া অসম শক্তির বিরুদ্ধে এই অসাধারণ বিজয় মুসলিম উম্মাহর জন্য অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنۡ يَّكُوۡنَ لَهٗۤ اَسۡرٰى حَتّٰى يُثۡخِنَ فِى الۡاَرۡضِ ؕ تُرِيۡدُوۡنَ عَرَضَ الدُّنۡيَا ۖ وَ اللّٰهُ يُرِيۡدُ الۡاٰخِرَةَ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ ﴿۶۷﴾
কোন নবীর জন্য সংগত নয় যে তার নিকট যুদ্ধবন্দী থাকবে, যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চান আখেরাত; আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (আনফাল-৬৭)

গনীমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টির ব্যাপারে বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-ামের উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। অথচ বদর যুদ্ধে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল-াহ তা'আলা মুসলিমগণকে ধারণা-কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনীমত হিসেবে মুসলিমদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দারও মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোন ওহী তখনো আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন তড়িৎ পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা নাযিল হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যতঃ দুটি অধিকার মুসলিমগণকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল-াহ তা'আলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়। সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দুটি বিষয় যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পেশ করা হল যে, এদেরকে যদি

মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে হয়ত এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোন সময় মুসলিম হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হল জিহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা।

দ্বিতীয়তঃ এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলিমগণ যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও কিছুটা লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যও কিছুটা সহায়ক হতে পারে। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে আবু বকর রাদিয়াল-াহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দীগণকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। **শুধুমাত্র উমর ইবনুল খাত্তাব ও সাদ ইবন মুআয রাদিয়াল-াহু আনহুমা প্রমূখ কয়েকজন সাহাবী এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত দান করলেন**। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবেলায় শক্তি ও সামর্থের বলে যোগদানকারী সমস্ড় কুরাইশ সর্দার এখন মুসলিমদের হস্ড়গত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনানির্ভর।

কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম যিনি রাহমাতুলি-ল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দু'টি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া।

(৩) আয়াতে সে সমস্ড় সাহাবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে রাসূলের কোন দোষ নেই। তোমরাই আমার রাসূলকে এ পরামর্শ দান করছে। কারণ, শত্রুদের বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্র“কে ছেড়ে দিয়ে মুসলিমদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন নবীর পক্ষেই শোভন নয়। যেসব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দ্বীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল- অর্থাৎ মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলিম হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থসম্পদ এসে যাবে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

৮২. **প্রশ্ন: ওহী কত প্রকার? কী কী? ওহী মাতলু কাকে বলে?**
উত্তর: আভিধানিক অর্থ:

وحى শব্দটি বাবে-ضرب এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ১. গোপনে জানিয়ে দেয়া, ২. ইঙ্গিত করা, ৩. অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা, ৪. প্রেরণ করা (To send), ৫. কাষ্ঠ ফলকে বা কাগজে লিখন।

❖ **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

১. আল্লামা আলী সাহারানপুরী বলেন, (هُوَ كَلَامُ اللهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ) *অর্থাৎ, নবীদের ওপর আল্লাহর অবতারিত বাণীকে ওহি বলা হয়।*

২. আল-মু'জামুল ওয়াসিত প্রণেতা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, (هُوَ مَا يُوحِيهِ اللهُ إِلَى أَنْبِيَائِهِ) *অর্থাৎ, আল্লাহর তাঁর নবীদের ওপর যা নাযিল করেন তাকে ওহি বলা হয়।*

***ওহির প্রকারভেদ: ***

❖ **ওহি প্রথমত: দুপ্রকার । যেমন-**

১. وحي متلو তথা পঠিত ওহি

যে ওহীর ভাব, ভাষা, অর্থ, বিন্যাস সকল কিছুই মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে নাযিল করেছেন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছেন। নবী কারিম (স) তা হুবুহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে ওহীয়ে মতলু বলে। এটিকে আবার ওহীয়ে জলী (প্রত্যক্ষ ওহী) বলা হয়। যেমন: পবিত্র কুরআন মাজীদ।

২. وحي غير متلو তথা অপঠিত ওহি

যে ওহীর ভাব মহান আল-াহর পক্ষ থেকে এসেছে কিন্তু রাসূল (স:) নিজ ভাষায় ও নিজের ভাব-ভঙ্গিতে তা বর্ণনা করেছেন তাকে ওহীয়ে গাইরে মাতলু বলে। একে ওহীয়ে খফী (প্রচ্ছন্ন ওহী) বলাও হয়। রাসূলুল-াহ (স)-এর হাদীস এ প্রকার ওহীর উদাহরণ।

❖ **প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দিক থেকে দুপ্রকার: যথা-**

১. وحي جلى তথা প্রকাশ্য ওহি। যেমন- কুরআন ও হাদিস।

২. وحي خفى তথা গোপনীয় ওহি। যেমন- নবীর ইজতিহাদ ।

❖ **নবীদের প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির ধরন হিসেবে ওহি তিন প্রকার। যথা-**

১. সরাসরি আল্লাহর শাশ্বত বাণী শ্রবণ করা। যেমন- মূসা (আ)-এর শ্রবণ ।

২. ফিরিশতার মাধ্যমে ওহি অবতরণ করা ।

৩. নবীদেরর অন্তকরণে বিষয়বস্তুর ভাব সৃষ্টি করা।

৮৩. **প্রশ্ন: তাফসিরে জালালাইন এর অর্থ কি এর লেখক কে কে?**

উত্তর: এ গ্রন্থটি দু'জন বিজ্ঞ মুফাসসির রচনা করেছেন। তাদের দু'জনের নাম একই। দু'জনেরই নামের প্রথম অংশ একই 'জালালুদ্দীন'। একজন **জালালুদ্দিন মহল্লী**। অপরজন **জালালুদ্দিন সুয়ুতী**। তাদের নামের প্রথম অংশ হল - 'জালাল'। আরবি ভাষায় 'জালাল' (جلال) শব্দের দ্বিবচন হল 'জালালাইন' (جلالين)। যেহেতু এটি দুই 'জালাল'-এর লেখা, তাই দুই নামের সম্পৃক্ততায় তাকে

তাফসির আল জালালাইন (تفسير الجلالين) নামে অভিহিত করা হয়। জালাল উদ্দিন নামের অর্থ হচ্ছে (দ্বীনের বড় কাজ, , , ,)

৮৪. **প্রশ্ন:** হরফে শামস এবং হরফে কামারি সম্পর্কে বলুন?

উত্তর: হরফে শামসী: যে সব শব্দের শেষে আলিফ-লাম থাকে কিন্তু তা পড়া যায় না তাকে হরফে শামসী বলে। হরফে শামসী ১৪ টি - তা, ছা, দাল, যাল, র, যা, সিন, শীন, ছদ, দদ, ত্ব, য, লাম, নুন।

হরফে কামারী: যে সব শব্দের শেষে আলিফ-লাম থাকে এবং তা পড়া যায় তাকে হরফে কামারী বলে। হরফে কামারী ১৩ টি - বা,জীম,হা ,খ,ফা,কফ,কাফ,মীম, ওয়াও, হামযাহ, হা, ইয়া।

৮৫. **প্রশ্ন: মক্কী সুরা ও মাদী সূরা কাকে বলে? এদের বৈশিষ্ঠ/ সংখ্যা**

উত্তর: পবিত্র কুরআনে মোট ১১৪টি সূরা রয়েছে। এই সূরাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি অংশ হচ্ছে মাক্কী সূরা অপরটি মাদানী সূরা।

মাক্কী সূরা: মহানবি (স.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া সূরাসমূহকে বোঝায়। আল কুরআনে মাক্কী সূরার সংখ্যা মোট ৮৬টি।

মাদানী সূরার: মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর যে সমস্ড় সূরা নাজিল হয়েছে সেগুলোকে মাদানী সূরা বলে। পবিত্র কুরআনে মাদানী সূরার সংখ্যা মোট ২৮টি।

মাদানী সূরার:					
২	আল-বাকারাহ ১-৩	৪৭	মুহাম্মদ(আল-কিতাল)	৬৩	আল-মুনাফিকুন
৩	আলে-ইমরান ৩-৪	৪৮	আল-ফাতহ	৬৪	আত-তাগাবুন
৪	আন-নিসা ৪-৫	৪৯	আল-হুজরাত	৬৫	আত-তালাক
৫	আল-মায়িদা ৭	৫৭	আল-হাদীদ	৬৬	আত-তাহরীম
৮	আল-আনফাল	৫৮	আল-মুজাদালা	৯৮	আল-বাইয়্যেনাহ
৯	আত-তাওবা (বারা-আত)	৫৯	আল-হাশর	১০৭	আল-মাউন
২২	আল-হাজ্জ ১৭	৬০	আল-মুমতাহিনা	১১০	আল-নাসর
২৪	আন-নূর ১৮	৬১	আস-সফ		
৩৩	আল-আহযাব ২২	৬২	আল-জুমুয়া		

মাক্কী সূরা:					
১	আল ফাতিহা	৪১	হা- মীমআস-সাজদাহ	৮৫	আল-বরুজ
৬	আল-আনয়াম	৪২	আশ-শূরা	৮৬	আত-তারিক

৭	আল- আ'রাফ	৪৩	আয-যুখরুফ	৮৭	আল-হুজুরাত
১০	ইউনুস	৪৪	আদ-দোখান	৮৮	আল-গাশিয়া
১১	হুদ	৪৫	আল জাসিয়া	৮৯	আল-ফাজর
১২	ইউসুফ	৪৬	আল-আহকাফ	৯০	আল-বালাদ
১৩	আর-রা'দ;	৫০	কাফ	৯১	আশ-শামস
১৪	ইবরাহীম	৫১	আয-যারিয়াত	৯২	আল-লাইল
১৫	আল-হিজর	৫২	আত-তুর	৯৩	আল-দোহা
১৬	আন-নাহল	৫৩	আল-নাজম	৯৪	আলাম-নাশরাহ
১৭	বনী ইসরাঈল	৫৪	আর-কামার	৯৫	আত-ত্বীন
১৮	আল-কাহাফ	৫৫	আর-রহমান	৯৬	আল-আলাক (ইকরা)
১৯	মারইয়াম	৫৬	আল-ওয়াকিয়	৯৭	আল-কাদর
২০	তোয়াহা	৬৭	আল-মুলক	৯৯	আয-যিলযাল
২১	আল- আম্বিয়া	৬৮	আল-কালাম	১০০	আল-আদিয়াহ
২৩	আল-মুমিনূন	৬৯	আল- হাক্কাহ	১০১	আল-কারিয়াহ
২৫	আল-ফুরকান	৭০	আল-মায়ারিজ	১০২	আল-তাকাসুর
২৬	আল-শুয়ারা	৭১	নূহ	১০৩	আল-আসর
২৭	আল-নামল	৭২	আল-জ্বিন	১০৪	হুমাযাহ
২৮	আল-কাসাস	৭৩	আল-মুয্যাম্মিল	১০৫	আল-ফীল
২৯	আল-আনকাবুত	৭৪	আল-মুদ্দাসসির	১০৬	কুরাইশ
৩০	আর-রুম	৭৫	আল কিয়ামাহ	১০৮	আল-কাউছার
৩১	লুকমান	৭৬	আদ দাহর	১০৯	আল-কাফিরুন
৩২	আস-সাজদাহ	৭৭	আল-মুরসালাত	১১১	লাহাব
৩৪	সাবা	৭৮	আন- নাবা	১১২	আল-ইখলাস
৩৫	ফাতের (আল মালাইকা)	৭৯	আন-নাযিয়াত	১১৩	আল-ফালাক
৩৬	ইয়াসীন	৮০	আবাসা	১১৪	আন-নাস
৩৭	আস-সাফফাত	৮১	আত-তাকভীর		
৩৮	সোয়াদ	৮২	আল-ইনফিতার		
৩৯	আয-যুমার	৮৩	আল-মুতাফফিফীন		
৪০	আল মুমিন (গাফির)	৮৪	আল-ইনশিকাক		

এসব প্রশ্নে সম্পূর্ণ উত্তর আপনার কাছ থেকে শোনার তাদেও সময় হবে না। কেবল আপনি জানেন কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করা হয়। ভালভাবে কয়েকটি বলার পর আপনাকে অন্য প্রশ্ন করবেন।

৮৬. **প্রশ্ন: কুরআনে একজন সাহাবীর নাম আছে? তার নাম কি? কেন বলা হয়েছে?**

উত্তর: যায়েদ বিন হারিসা ছিলেন ইসলাম এর নবী মুহাম্মাদ-এর একজন সাহাবি ও তার পালিত পুত্র। তিনিই একমাত্র সাহাবি যার নাম আল-কুরআনে এসেছে।

৮৭. **প্রশ্ন: উম্মুল কুরআন বলা হয় কোন সূরাকে? উম্মুল কুরআন অর্থ কি?** /সূরা ফাতিহার অর্থ কি? কয়েকটি নাম ব্যখ্যাসহ বলুন?

উত্তর: উম্মুল কুরআন অর্থ- কুরআনের মা। সূরা ফাতিহাকে পবিত্র কুরআনের মা বলা হয়েছে। ফাতিহা শব্দটি আরবি "ফাতহুন" শব্দজাত যার অর্থ "উন্মুক্তকরণ"। এ সূরার বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এর এই নামকরণ করা হয়েছে। যার সাহায্যে কোন বিষয়, গ্রন্থ বা জিনিসের উদ্বোধন করা হয় তাকে 'ফাতিহা' বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এ শব্দটি ভূমিকা এবং বক্তব্য শুরু করার অর্থ প্রকাশ করে। এই সূরাটির অন্য কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন-

১. ফাতিহাতুল কিতাব,
২. উম্মুল কিতাব
৩. সূরাতুল-হামদ,
৪. সূরাতুস-সালাত,
৫. আস্-সাব্'য়ুল মাসানী।

৮৮. **প্রশ্ন: যেকোন একটি সূরা অর্থসহ বলুন/ আপনি কুরআন তেলাওয়াত করে শুনান।**

উত্তর:

১. আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে?	اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝﴿١﴾
২. সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।	فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝﴿٢﴾
৩. আর সে উদ্বুদ্ধ করে না মিসকীনদের খাদ্য দানে।	وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝﴿٣﴾
৪. কাজেই দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের,	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝﴿٤﴾
৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,	الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝﴿٥﴾
৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে,	الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝﴿٦﴾
৭. এবং মাউন প্রদান করতে বিরত থাকে।	وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

৮৯. **প্রশ্ন: সূরা নাস, ফালাক, ইখলাস এর অর্থ কি ও নাযিরের পৃক্ষাপট কী?**

উত্তর: আন-নাস শব্দের অর্থ হল **"মানবজাতি"** এবং আল-ফালাক শব্দের অর্থ হল **"নিশিভোর"**। সূরা আন-নাস ও সূরা আল-ফালাক সূরা দুটি ভিন্ন হলেও এদের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সূরা দুটির বিষয়বস্তু একই এবং একই ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল করা হয়েছে। সূরাদ্বয় মূলত একটি প্রার্থনামূলক। শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় এই সূরাতে। সূরা আন-নাস ও সূরা আল-ফালাককে একত্রে **মুআওবিযাতাইন** (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দুটি সূরা) নামে উল্লেখ করা হয়।

একবার নবীজি (স) কঠিন অসুখে পড়লেন। একরাতে স্বপ্নে দেখলেন, দুজন ফেরেশতা এসেছেন। একজন বসেছেন তাঁর শিয়রে, আর একজন পায়ের কাছে। দুজনের মধ্যে কথোপকথন শুরু হলো এভাবে- এঁর কী হয়েছে? ইনি অসুস্থ/ কি অসুখ? যাদুগ্রস্ড়তা/ কে যাদু করেছে? ইহুদি 'লাবীদ ইবনে আসাম'। কিভাবে? চামড়ার ফিতায় যাদুমন্ত্র করে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে অমুক কূপে/ যাও সেটিকে বের করে আগুন দিয়ে জ্বলিয়ে দাও।

৯০. **প্রশ্ন:** আল-কুরআন কাকে বলে?
উত্তর: পবিত্র আল-কুরআন হচ্ছে আল-াহর তায়ালা বাণী, যা হযরত জিবরীল আমিন কর্তৃক রসূল(স.)-এর উপর অবতীর্ণ, যাকে মাসহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে রসূল(স.)থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৯১. **প্রশ্ন:** মুসলিমদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কি?
উত্তর : কুরআন মাজীদ।

৯২. **প্রশ্ন:** পবিত্র কুরআন মাজীদ সর্বপ্রথম কোথায় নাযিল হয়।
উত্তর : হেরা গুহায় (জাবালে নূরে)।

৯৩. **প্রশ্ন:** পবিত্র কুরআন মাজীদ কোন মাসে নাযিল হয়?
উত্তর : রমাদ্বান মাসে شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ .

৯৪. **প্রশ্ন:** পবিত্র কুরআন মাজীদ কখন নাযিল হয়?
উত্তর: কদরের রাতে। إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

৯৫. **প্রশ্ন:** ইসলামি শরী'আতের প্রথম উৎস কি?
উত্তর : পবিত্র কুরআন মাজীদ।

৯৬. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল কুরআন কার বাণী?
উত্তর : মহান আল-াহ তায়ালা বাণী।

৯৭. **প্রশ্ন:** আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় কি?
উত্তর: মানব জাতি।

৯৮. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল- কুরআনের আয়াত অস্বীকারকারীকে কি বলা হয়?
উত্তর : কাফির।

৯৯. **প্রশ্ন:** পবিত্র কুরআন মাজীদে মোট কয়টি আয়াত রয়েছে?
উত্তর: ৬,২৩৬ টি।

১০০. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল- কুরআনের আয়াত কত প্রকার ও কি কি?
উত্তর: দুই প্রকার।যথা:
১.আয়াতে মুহকামাত (বিস্ড়ারিত বর্ণিত আয়াত)
২.আয়াতে মুহতাশাবিহাত (সংক্ষিপ্তাকারে আয়াত, যার অর্থ আল-াহ ও তাঁর রসূল ﷺ ই ভাল জানেন)

১০১. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কুরআন মাজীদে মোট কয়টি সূরা?
উত্তর : ১১৪টি।

১০২. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল- কুরআনে মাক্কী সূরা কয়টি?
উত্তর :মাক্কী সূরার সংখ্যা মোট ৮৬ টি।

১০৩. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল- কুরআনে মাদানী সূরা কয়টি?
উত্তর: মাদানী সূরার সংখ্যা মোট ২৮টি ।

১০৪. **প্রশ্ন:** মাক্কী ও মাদানী সূরা বুঝার মৌলিক নীতি কি?
উত্তর: হিজরত।

১০৫. **প্রশ্ন:** আসমানী কিতাব কাকে বলে?
উত্তর :আসমানী কিতাব হচ্ছে ইসলামের পরিভাষায় মানবজাতি হেদায়েতের জন্য কিতাব সমূহ। অর্থাৎ মহান আল-াহ তালার বাণীসমূহর গ্রন্থগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়।

১০৬. **প্রশ্ন:** আসমানী কিতাব মোট কয়টি?
উত্তর : ১০৪ টি।

১০৭. **প্রশ্ন:** সহীফা মোট কয়টি?
উত্তর :১০০টি।এই ১০০খানা আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়। হযরত শীস [আ.]-এর উপর ৫০খানা, হযরত ইদ্রিস [আ.]-এর উপর ৩০খানা এবং হযরত ইব্রাহীম [আ.]-এর উপর ২০খানা সহীফা।

01521300473

১০৮. **প্রশ্ন:** প্রধান আসমানী কিতাব মোট কয়খানা ও কি কি?
উত্তর: চারখানা। যথা : ১. তাওরাত, ২.জাবুর,৩. ইঞ্জিল ও ৪.কোরআন। এই চার বড় গ্রন্থ নাজিল হয়েছে বিশিষ্ট চারজন নবী ও রাসুলের প্রতি। যথা: তাওরাত হজরত মুসা (আ.) এর প্রতি ইবরানি বা হিব্রু ভাষায়, জাবুর হজরত দাউদ (আ.) প্রতি ইউনানী ভাষায়, ইঞ্জিল হজরত ঈসা (আ.) প্রতি সুরিয়ানি ভাষায়, এবং কুরআন হযরত মুহাম্মাদ (স.) আরবি ভাষায়।

১০৯. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কুরআন মাজীদের প্রথম সূরা কোনটি?
উত্তর: সূরা আল-ফাতিহা।

১১০. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কুরআন মাজীদের সর্বশেষ সূরা কোনটি?
উত্তর: সূরা আন-নাস।

১১১. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল- কুরআন মাজীদ পড়ার পূর্বে কি পড়তে হয়?
উত্তর: তাআ'উয(আ'উযুবিল-াহ বলা) ও তাসমিয়াহ(বিসমিল-াহ বলা)।

১১২. **প্রশ্ন:** ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ইচ্ছে করলে কি বলতে হয়?
উত্তর: ইংশাআল-াহ (إن شاء الله)

১১৩. **প্রশ্ন:** কেউ সালাম দিলে কিভাবে তার জবাব দিতে হয়?
উত্তর : সুন্দরভাবে (শব্দ বৃদ্ধি করে)।

১১৪. **প্রশ্ন:** কারো গৃহে প্রবেশ করতে হলে সর্ব প্রথম কি করতে হবে?
উত্তর : সালাম দিতে অনুমতি চাইতে হবে।

১১৫. **প্রশ্ন:** কারো গৃহে প্রবেশের অনুমতি না পেলে কি করতে হবে?
উত্তর : চলে আসতে হবে।

১১৬. **প্রশ্ন:** মাফাতিহুল গাইব কয়টি?
উত্তর: পাঁচটি। যথা:
(১) কেউ জানে না যে, আগামীকাল কী ঘটবে।
(২) কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কী অর্জন করবে।
(৩) কেউ জানে না যে, মায়ের গর্ভে কী আছে।
(৪) কেউ জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে।
(৫) কেউ জানে না যে, কখন বৃষ্টি হবে।

01521300473

১১৭. প্রশ্ন: শিশু ও সাবালকদের কয় সময় নিজ গৃহে প্রবেশে অনুমতি নিতে হবে?

উত্তর: তিন সময়। যথা:

১.ফজরের নামাযের পূর্বে।

২.দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ।

৩.এবং এশার নামাযের পর।

১১৮. প্রশ্ন: ওহী কাকে বলে?

উত্তর: ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, "জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে নবী রাসূলগণের নিকট পাঠানো প্রত্যাদেশই ওহী।"

১১৯. প্রশ্ন: ওহী নাযিলের পদ্ধতি কয়টি ও কি কি?

উত্তর: সাতটি। যথা:

ওহী নাযিলের পদ্ধতি আল-ামা সুহাইলী (রহ.) বলেছেন, ৭ টি পদ্ধতিতে ওহী নাযিল হয়েছে। এগুলো হলো‌

১) স্বপ্নযোগে- আল-াহর রাসূলের নিকট স্বপ্নযোগে অনেক ওহী আসতো। হযরত আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়- নুবুওয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) এর নিকট ঘুমন্ত অবস্থায় ওহী আসত।

২) হযরত জিবরাঈল (আঃ) কর্তৃক অন্তঃকরণে ওহী ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে।

৩) ঘন্টাধ্বনির মাধ্যমে- ওহী নাযিলের পূর্ব মুহূর্তে রাসূল (স:) এর কানে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আওয়াজ অবিরাম বাজতে থাকতো এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফেরেশতাও কথা বলতে থাকতেন। এটা ছিল ওহী নাযিলের কঠিনতম পদ্ধতি। প্রচ ে শীতেও নবী কারিম (স:) ঘামতেন। এ পদ্ধতিকে সালসালাতুল জারাস বলা হয়েছে।

৪) ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন‌ কখনো কখনো ফেরেশতারা মানবাকৃতি ধারণ করে রাসূল (স:) এর নিকট ওহী পৌঁছে দিতেন। এ পদ্ধতি ছিল সহজতর।

৫) ফেরেশতা নিজের আকৃতিতে আগমন‌ কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ)-কে মহান আল-াহ তালা যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সে আকৃতিতে নবী কারিম (স:) এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। মহানবী (স) ৩ বার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে স্বরূপে দেখেছিলেন।

৬) পর্দার অন্তরাল থেকে সরাসরি‌ কখনোও কখনোও মহানবী (স)-এর নিকট জিবরাঈল (আঃ) পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার মাধ্যমে ওহী পাঠিয়েছেন।

৭) ইসরাফীল (আ) এর মাধ্যমে ওহী‌ কখনও কখনও হযরত ইসরাফীল (আ)- নবী কারিম (স:) নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

১২০. প্রশ্ন: সূরা আল -ফাতিহার নাম কয়টি?

উত্তর: ৩০ টি। তন্মধ্যে ছহীহ হাদীছসমূহে এসেছে ৮টি। যেমন : (১) উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল)। (২) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল)। (৩) আস-সাব্উল মাছানী (সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত)। (৪) আল-কুরআনুল্‌আযীম (মহান কুরআন) (৫) ছালাত (৬) ফাতিহাতুল কিতাব

১২১. **প্রশ্ন:** আল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলা হয় কোন সূরাকে?
উত্তর :সূরা আল-ইখলাসকে।

১২২. **প্রশ্ন:** কবিদের নামে নামকরণকৃত সূরার নাম কি?
উত্তর: সূরা আশ-শুআরা।

১২৩. **প্রশ্ন:** পশু-পাখিদের নামে কয়টি সূরা নামকরণ করা হয়েছে?
উত্তর : ৫টি ।যথা: সূরা আল- বাকারাহ,সূরা আনকাবুত,সূরা আন-নাহল,সূরা আন-নমল এবং সূরা আল- ফীল।

১২৪. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কুরআনে সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি?
উত্তর: সূরা আল-বাকারা।

১২৫. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল- কুরআনে সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটি?
উত্তর : সূরা আল- কাওছার।

১২৬. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল- কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি এবং কোন সূরায়?
উত্তর : সূরা আল- বাকারার ২৮৬ নংআয়াত।

১২৭. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল- কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে ফযিলত পূর্ণ আয়াত কোনটি?
উত্তর : আয়াতুল কুরশী।

১২৮. **প্রশ্ন:** ফরয নামাযের পর কোন আয়াতটি পাঠ করলে, মৃত্যু ছাড়া জান্নাতে যেতে কোন বাধা থাকে না?
উত্তর : আয়াতুল কুরশী।

১২৯. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কুরআনের কোন সূরাটি পাঠ করলে, কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?
উত্তর : সূরা আল-মূলক।

১৩০. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কুরআনের কোন সূরার প্রতি ভালবাসা থাকলে, মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে?
উত্তর : সূরা ইখলাস।

১৩১. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কুরআনের কোন সূরাটি কুরআনের চতুর্থাংশের সমপরিমাণ?
উত্তর : সূরা কাফিরূন।

১৩২.**প্রশ্নঃ** পবিত্র আল-কুরআনের কোন সূরাটি জুমআর দিন বিশেষ ভাবে পাঠ করা মুস্ড়াহাব?
উত্তর : সূরা কাহাফ।

১৩৩.**প্রশ্নঃ** পবিত্র আল- কুরআনের কোন সূরার প্রথমাংশ তিলাওয়াত কারীকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করবে?
উত্তর : সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত।

১৩৪.**প্রশ্নঃ** পবিত্র আল-কুরআনের কোন দুইটি সূরা জুমআর দিন ফজরের নামাযে তিলাওয়াত করা সুন্নত?
উত্তর : সূরা সাজদা ও দাহর।

১৩৫. পবিত্র আল-কুরআনের কোন দু'টি সূরা জুমআর নামাযে তিলাওয়াত করা সুন্নত?
উত্তর : সূরা আ'লা ও গাশিয়া।

১৩৬.**প্রশ্নঃ** পবিত্র আল- কুরআনে কত বছরে নাযিল হয়?
উত্তরঃ দীর্ঘ তেইশ বছরে।

১৩৭.**প্রশ্নঃ** "মুহাম্মদ " (স.) এর নামটি পবিত্র কুরআনে কত স্থানে উলে-খ হয়েছে?
উত্তর : চার স্থানে।
১.সূরা আল ইমরান-(১১৪নংআয়াত)
২.সূরা আহযাব-(৪০নংআয়াত)
৩.সূরা মুহাম্মদ-(২নংআয়াত)
৪.সূরা ফাতাহ-(২৯নংআয়াত)।

১৩৮.**প্রশ্নঃ** পবিত্র আল-কুরআনের সর্বপ্রথম কোন আয়াত নাযিল হয়?
উত্তরঃ সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত।

১৩৯.**প্রশ্নঃ** পবিত্র আল-কুরআনের সর্বপ্রথম কোন সূরাটি পূর্ণরূপে নাযিল হয়?
উত্তর : সূরা আল- ফাতিহা।

১৪০. **প্রশ্নঃ** পবিত্র কুরআন প্রথম যুগে কি ভাবে সংরক্ষিত ছিল?
উত্তর : সাহাবায়ে কেরামের নিকট।

১৪১. **প্রশ্নঃ** পবিত্র আল-কোরআনের সৌন্দর্য হলো -
উত্তর : সূরা আর রাহমান।

01521300473

১৪২. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কোরআনের কলব (হৃদয়) বলা হয় কোন সূরাকে?
উপর: সূরা আর রাহমান।

১৪৩. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কোরআনের ছাদ(আরশ) বলা হয় কোন সূরাকে?
উত্তর: সূরা ইয়াসিনকে।

১৪৪. **প্রশ্ন:** আল -কুরআনে রসূল (স.)-এর কয়টি নাম এসেছে?
উত্তর : দুইটি।যথা: ১.মুহাম্মাদ, ২.আহমদ।

১৪৫. **প্রশ্ন:** কোন সূরা সময়ে শপথ দিয়ে শুরু হয়েছে?
উত্তর :সূরা আল-আছর।

১৪৬. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কুরআনের কয়টি সূরা নবীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে ও কি কি?
উত্তর : ৬টি। যথা :সূরা নুহ (আ.), সূরা ইউনুস(আ.), সূরা ইউসুফ(আ.),সূরা হুদ(আ.), সূরা ইব্রাহিম(আ.), সূরা মুহাম্মাদ(স.)।

১৪৭. **প্রশ্ন:** মক্কা শব্দটি পবিত্র আল-কুরআনের কোন সূরায় এসেছে ?
উত্তর : সূরা আল -ফাতাহ।

১৪৮. **প্রশ্ন:** পবিত্র আল-কুরআনে মদীনাকে কি নামে অবহিত করা হয়েছে?
উত্তর : ইয়াসরিব।

১৪৯. **প্রশ্ন:** মুমিন ব্যক্তি কার আদর্শে আদর্শবান হবে?
উত্তর : একমাত্র মুহাম্মাদ (স.) এর।

১৫০. **প্রশ্ন:** সূরা আল- মুনাফিকূনে মুনাফিকের কয়টি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে এবং কি কি?
উত্তর :এগারোটি।যথা:
১.তারা মিথ্যাবাদী।[সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০১]
২.তারা অন্যদেরকে আল-াহর পথ থেকে নিবৃত্ত রাখে।[সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০২]
৩.তারা বাহ্যিকভাবে ঈমান আনে।[সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০৩]
৪.তারা কুফরি করে।[সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০৩]
৫.তাদের অন্তরে মোহর মারা। [সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০৩]
৬.তারা সত্য বুঝেনা।[সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০৩]
৭.তারা যেন(কোন -কিছুতে) ঠেকনা দেওয়া কাঠের মতো।[সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০৪]
৮.যে কোন-হাঁক-ডাককে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।[সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০৪]

৯.তারা মুমিনদের চিরশত্র ু। [সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০৪]
১০.তারা অহংকারবশত মাথা ও মুখ ফিরিয়ে নেয় ।[সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০৫]
১১.তারা ইসলামের পথে ব্যয় করতে অপারগতা প্রকাশ করে ।[সূরা আল -মুনাফিকূন-৬৩:০৮]

১৫১. **প্রশ্ন:** আল -কুরআনে মানব সৃষ্টির কয়টি পর্যায় বলা হয়েছে এবং কি কি?
উত্তর : সাতটি। যথা: সূরা আল মুমিনে আল-াহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন।
১.মাটি।
২.শুক্রবিন্দু।
৩.জমাট রক্ত।
৪.শিশু
৫.কিশোর
৬.যুবক (যৌবন)
৭.বৃদ্ধ (বার্ধক্য)
[আল মুমিন-৬৩:৬৭]

১৫২. **প্রশ্ন:** মহান আল-াহ তায়ালা সূরা" আল হুজরাতে "কয়টি সামাজিক বিধিনিষেধ কথা বলেছেন এবং কি কি?
উত্তর : ছয়টি ।যথা:
১. কাউকে উপহাস করা।
২. কাউকে দোষারোপ করা।
৩. কাউকে মন্দ নামে ডাকা।
৪. গিবত করা।
৫. অধিক ধারণা করা।
৬. কারো দোষ-ত্র ুটি অন্বেষণ করা।

১৫৩. **প্রশ্ন:** মুত্তাকি কাকে বলে?
উত্তর: মুত্তাকি শব্দটি এসেছে 'তাকওয়া' শব্দ থেকে। তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে খোদাভীতি তথা গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা। অর্থাৎ, যিনি আল-াহকে ভয় করতঃ সকল প্রকার খারাপ কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখেন, তাঁকে মুত্তাকি বলা হয়। মুত্তাকীন কারা বা মুত্তাকী ব্যক্তির পরিচয় মুত্তাকী (مُتَّقِي) এমন ব্যক্তি যার মধ্যে তাকওয়া রয়েছে। তাকওয়া একটি অসাধারণ নৈতিকগুণ। আল-াহর কাছে মর্যাদা প্রাপ্তির এক অনিবার্য উপায়। পরকালীন জীবনে ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন কাজ ও বিষয় থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া।

01521300473

১৫৪. প্রশ্ন: সূরা আল-বাকারাহ মুত্তাকীদের কয়টি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বলা হয়েছে ও কি কি?

উত্তর : পাঁচটি। যথা:

১. গায়বের প্রতি বিশ্বাসী : মুত্তাকী ব্যক্তির প্রথম পরিচয় হলাে তারা গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়সমূহে ঈমান পাষেণ করে। আর গায়ব হলাে এমন বিষয় যা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বাঝো যায়।

২. সালাত কায়েমকারী : মুত্তাকীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল-াহ বলেন- وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوتَ

৩. আল-াহর পথে সম্পদ ব্যয়কারী : মুত্তাকীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল-াহ বলেন- وَمِمَّا رَزَقْنٰهُم يُنْفِقُوْنَ

৪. আসমানি কিতাবে বিশ্বাসী : মুত্তাকী আসমানি কিতাব এর সত্যতায় বিশ্বাস রাখে।

৫. পরকালে বিশ্বাসী : মুত্তাকীরা পরকালে সুদৃঢ় প্রত্যয় পাষেণ করে। আল-াহ বলেন- وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

৪)। ইয়াকিন হলাে অত্যন্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস। মুত্তাকীরা বিশ্বাস করে- পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী।

১৫৫. প্রশ্ন: সূরা মুমিনুনে মুমিনদের কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে ও কি কি?

উত্তর: এগারোটি। যথা: মুমিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল-াহ তায়ালা সূরা মুমিনুনে ইরশাদ করেন।

১. মুমিনরা সফলকাম হয়ে গেছে
২. যারা নিজেদের নামাজে বিনয়াবনত
৩. যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত
৪. যারা জাকাত দান করে থাকে
৫. যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে
৬.তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না
৭.অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী হবে
৮. এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে
৯.যারা তাদের নামাজসমূহের খবর রাখে
১০. তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে
১১.তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানে চিরকাল থাকবে।

১৫৬. প্রশ্ন: সূরা আল -ফুরকনে রহমানের বান্দাহর কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে ও কি কি?

উত্তর: বারোটি। যথা: মহান আল-াহ্ বর্ণনা করেছেন পবিত্র কুরআনের সূরা ফুরকনে-

প্রথম গুণ: বান্দা হয় প্রভুর মালিকানাধীন ও তার আদেশ-মর্জি অনুসারী।

দ্বিতীয় গুণ: তারা পৃথিবীতে নম্রতা ও বিনয় সহকারে চলাফেরা করে।

তৃতীয় গুণ: যখন অজ্ঞ লোকজন তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে 'সালাম'।

চতুর্থ গুণ: তারা তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদারত ও দ ায়মান অবস্থায় রাত্রিযাপন করে।

পঞ্চম গুণ : সর্বদা আখিরাত ও জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে ভয় করে।

ষষ্ঠ গুণ: তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এ দুয়ের মধ্যবর্তী।

সপ্তম গুণ: তারা আল-াহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না।

অষ্টম গুণ: তারা আল-াহ্‌ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।

নবম গুণ: তারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে।

দশম গুণ : তারা মিথ্যা ও বাতিল কাজে যোগদান করে না,

একাদশ গুণ : যখন তারা মিথ্যা ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে এড়িয়ে চলে যায়।

দ্বাদশ গুণ: তাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না।

১৫৭. **প্রশ্ন:** হযরত লুকমান (আ.) স্বীয় সন্তানকে কয়টি উপদেশ দিয়েছেন ও কি কি?

উত্তর : দশটি। যথা:

১. আল-াহর সাথে শিরক না করা।[সূরা লুকমান-৩১:১৩]
২. সলাত কায়েম করো।[সূরা লুকমান-৩১:১৩]
৩. সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া।[সূরা লুকমান-৩১:১৩]
৪. অসৎকর্মে নিষেধ করা।[সূরা লুকমান-৩১:১৭]
৫. বিপদে -আপদে ধৈর্য্য ধারণ করা।[সূরা লুকমান-৩১:১৭]
৬. অহংকার না করা।[সূরা লুকমান-৩১:১৮]
৭. মানুষকে অবজ্ঞা না করা।[সূরা লুকমান-৩১:১৮]
৮. উচ্ছৃঙ্খলভাবে জমিনে বিচরণ না করা।[সূরা লুকমান-৩১:১৮]
৯. সংযতভাবে জমিনে পদচারণ করা। [সূরা লুকমান-৩১:১৯]
১০. কণ্ঠস্বর নিচু করা।[সূরা লুকমান-৩১:১৯]

১৫৮. **প্রশ্ন:** আল -কুরআনে কতজন নবীর নাম উলে-খ রয়েছে ও কারা কারা?

উত্তর : পঁচিশ জন।যথা:পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নাম:-

১. আদম (আ.)
২. নূহ (আ.)
৩. হূদ (আ.)
৪. ছালেহ (আ.)
৫. ইব্রাহীম (আ.)
৬. লূত্ব (আ.)
৭. ইসমাঈল (আ.)
৮. ইসহাক্ব (আ.)
৯. ইয়াকূব (আ.)
১০. ইউসুফ (আ.)
১১. আইয়ূব (আ.)

১২. শু'আয়েব (আ.)
১৩. মূসা (আ.)
১৪. হারুণ (আ.)
১৫. ইউনুস (আ.)
১৬. দাঊদ (আ.)
১৭. সুলায়মান(আ.)
১৮. ইলিয়াস (আ.)
১৯. আল ইয়াসা (আ.)
২০. যুল-কিফল (আ.)
২১. যাকারিয়া (আ.)
২২. ইয়াহইয়া (আ.)
২৩. ইদরীস (আ.)
২৪. ঈসা (আ.)
২৫. মুহাম্মদ (সা.)

১৫৯. তাফসির অর্থ কী?

উত্তরঃ তাফসির অর্থ খুলে দেয়া, উন্মোচন করা ইত্যাদি।

১৬০. **প্রশ্নঃ** কয়েকজন বিশিষ্ট ওহি লেখকের নাম কী?

উত্তরঃ

১.যায়িদ ইবন সাবিত (রা)
২.উবাই ইবন কাআব (রা)
৩.মুআজ ইবন জাবাল (রা)
৪.মুআবিয়া (রা)
৫.হযরত আবু বকর (রা)
৬.হযরত ওসমান (রা)
৭.হযরত আলী (রা) প্রমুখগণ।

01521300473

২. আল-হাদিস

১৬১. প্রশ্ন: হাদীস কাকে বলে, হাদীসের প্রকার? হাদীসে কুদসী কাকে বলে?/ হাদীসে মুতাওয়াতির কাকে বলে? / হাদীসে মাওযু কাকে বলে? ছহিহ ও যফীফ হাদিস কি? /মতন এর সংজ্ঞা,/ হাদীসে কুদসী ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য কী?

হাদিস কাকে বলে:

- হাদিস শব্দ এর আভিধানিক অর্থ হলো কথা / বাণী; উপদেশ; কাহিনী / ঘটনা; সংবাদ; বক্তব্য ইত্যাদি
- ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায়, "মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কথা, কাজ, অনুমোদন ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলে।"
- **মতন:** হাদিসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।
- সনদ: হাদীসের কথা টুকু যে সূত্রে পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলে।

হাদীসের প্রকারভেদ:

- **সনদের দিক থেকে হাদীস ৩ প্রকার। যথাঃ-**
  1. **হাদীসে মারফু:** যে হাদীসের **সনদ সরাসরি মহানবী** (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে হাদিসে হাদীসে মারফু বলে
  2. **হাদীসে মাওকুফ:** যে হাদীসের সনদ মহানবী (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে নাই এবং **সাহাবী** কিরাম (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে হাদীসে মাওকুফ বলে।
  3. **হাদীসে মাকতু:** যে হাদিসের সনদ তাবেঈ (রহঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে হাদীসে মাকতু বলে।
  4. **হাদীসে কুদসী:** কোন কোন মুহাদ্দিসগণ এর সাথে আরেকটি প্রকার সংযুক্ত করেছেন সেটি হলো হাদীসে কুদসি। যে হাদীসের **ভাব ভাষা দুটিই** আল-াহ তায়ালার তবে সেটি **মহানবী (সাঃ) বর্ণনা** করেছেন, তাকে হাদীসে কুদসি বলে।

- **রাবী বাদ পড়া হিসাবে হাদীস দুই প্রকার।যথাঃ**
  1. **মুত্তাছিল হাদীস:** যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা সর্বস্ড়রে ঠিক রয়েছে কোথাও কোন রাবী বাদ পড়ে নি তাকে মুত্তাছিল হাদীস বলে।
  2. **মুনকাতে হাদীস:** যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুনকাতে হাদীস বলে। মুনকাতে হাদীস আবার তিন প্রকার:
     - **ক. মুরসাল হাদীস:** যে হাদীসে **শেষের দিকে রাবীর নাম বাদ** পড়েছে অর্থাৎ সাহাবীদের নামই বাদ পড়েছে তাকে মুরসাল হাদীস বলে।
     - **খ. মুয়াল্লাক হাদীস:** যে হাদীসের সনদের **প্রথম দিকে রাবীর নাম** বাদ পড়েছে অথার্ৎ সাহাবীর পর তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুয়াল-াক হাদীস বলে।

গ. মুদাল হাদীস: যে হাদীসে **দুই বা ততোধীক রাবী ক্রমান্বয়ে** সনদ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে তাকে মুদাল হাদীস বলে।

✍ **মতনের দিক থেকে হাদিস ৩ প্রকার**

১. হাদীসে ক্বাওলি: মহানবী (সাঃ), সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈগণের সরাসরি বক্তব্য বা বাণীকে হাদীস-ই-ক্বাওলি বলা হয়।

২. হাদীসে ফেইলি: মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবী কিরাম (রাঃ) ও তাবেঈগণের কাজকে হাদীস-ই-ফেইলি বলে।

৩. হাদীসসে তাকরিরি: মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবী কিরাম (রাঃ) ও তাবেঈগণের মৌনসম্মতিকে হাদীস-ই-তাকরিরি বলে।

✍ **বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস ৩ প্রকার** /রাবীর গুণ অনুযায়ী হাদিস কত প্রকার

১. সহীহ হাদীস: যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং সনদের প্রতিটি স্ড়রে বর্ণনাকারীর নাম, বর্ণানাকারীর বিশ্বস্ড়তা, আস্ড়াভাজন, স্বরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং কোনস্ড়রে তাদের সংখ্যা একজন হয়নি তাকে সহীহ হাদীস বলে।

২. হাসান হাদীস: যে হাদীসে সহীহ হাদীসের সব গুনই রয়েছে, তবে তাদের স্বরণ শক্তির যদি কিছুটা দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে, তাকে হাসান হাদীস বলে।

৩. যঈফ হাদীস: হাসান, সহীহ হাদীসের গুন সমুহ যে হাদীসে পাওয়া না যায় তাকে যঈফ হাদীস বলে।

✍ **হাদীসে কুদসী ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য কী?**

১. কুরআনের ভাব ও ভাষা দুটোই আল্লাহর। আর হাদিসে কুদসীর ভাব আল-াহর কাছ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত হলেও বর্ণনার শব্দ-ভাষা রাসুলুল-াহ (স) এর। যদিও তিনি (স) তা আল-াহর ভাষ্যে বর্ণনা করেন না কেন।

২. কুরআনুল কারিম সালাতে তিলাওয়াত করা হয়। অন্যদিকে, হাদিসে কুদসী সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না।

৩. কুরআন কালামুল-াহ কাদীম (আনাদি-অনন্ত)। কিন্তু হাদিসে কুদসী কাদীম নয়। (উলুমুল হাদিস)

১৬২. **প্রশ্ন:** সনদ কাকে বলে?

উত্তর: হাদিস বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

১৬৩. **প্রশ্ন** মতন কাকে বলে?:

উত্তর: হাদিসের মূল অংশকে মতন বলে।

১৬৪. **প্রশ্ন:** রেওয়ায়াত কাকে বলে ?
উত্তর: হাদিস বর্ণনার পদ্ধতিকে রেওয়ায়াত বলে।

১৬৫. **প্রশ্ন:** দেরায়াত কাকে বলে?
উত্তর: হাদিস বাছাইয়ের পদ্ধতিকে দেরায়াত বলে।

১৬৬. **প্রশ্ন:** জামে হাদিস গ্রন্থে যে আটটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর নাম বল?
উত্তর: ছিয়ার,তাফসীর,আকাইদ, ফিতান, আদাব, আশরাত,আহকাম ও মানাকিব।

১৬৭. **প্রশ্ন:** হাফিজ কাকে বলে?
উত্তর: সনদসহ যার এক লক্ষ হাদিস মুখস্থ।

১৬৮. **প্রশ্ন:** মুহাদ্দিস কাকে বলে?
উত্তর: সনদসহ হাদিস চর্চা ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুহাদ্দিস বলে।

১৬৯. **প্রশ্ন:** সর্বপ্রথম হাদিস সংকলনকারী কে ছিলেন?
উত্তরঃ ইবনে শিহাব যুহরী

১৭০. **প্রশ্ন:** ইলমে উসুলে হাদিস বলতে কি বুঝ?
উত্তর: যে ইলম দ্বারা সনদ ও মতনের অবস্থা অবগত হওয়া যায় তাকে ইলমে উসুলে হাদিস বলে।

১৭১. **প্রশ্ন:** সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদিস কয়টি?
উত্তর: ৫৩৭৪ টি।

১৭২. **প্রশ্ন:** আবু দাউদ শরীফে হাদিস সংখ্যা কয়টি?
উত্তর: ৪৮০০ টি।

১৭৩. **প্রশ্ন:** শরীয়তের আহকাম সমপর্কিত হাদিস কয়টি ?
উত্তর: ৩০০০ টি।

১৭৪. **প্রশ্ন: হাদীস সংকলন কখন থেকে শুরু হয়েছিল? কার যুগ থেকে**
উত্তর: হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে **উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)** হাদিস সংগ্রহের জন্যে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তাদের কাছে একটি ফরমান জারি করে বলেন আপনারা রাসূল (স)-এর হাদিসসমূহ সংগ্রহ করুন। কিন্তু সাবধান! রাসূল (স)-এর হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করবেন না। আর আপনারা নিজ নিজ এলাকায় হাদিস শিক্ষা দিতে

01521300473

থাকুন। কেননা, জ্ঞান গোপন করা হলে তা একদিন বিলুপ্ত হয়। এ আদেশ জারি করার পর মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চলে হাদিস সংকলনের কাজ শুরু হয়।

১৭৫. প্রশ্ন: সিয়াহ সিত্তাহ কি? হাদীসগুলোর নাম বলুন?

উত্তর: সিহাহ শব্দের অর্থ শুদ্ধ, সঠিক। আর সিত্তাহ শব্দের অর্থ ছয়। বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সহিহ হাদিসসমূহ এ ছয়টি গ্রন্থে একত্র করা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে আমরা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে মহানবি (স.)-এর হাদিসসমূহ জানতে পারি। নিম্নে আমরা উক্ত ছয়টি হাদিস গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব :

১. **সহিহ বুখারি:** ***বুখারি শরিফের পুর্ণনাম কি? ইমাম বুখারির পূর্ণনাম কি? কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন*** **পূর্ণ নাম: আল-জামি আলমুসনাদ আসসহীহ আলমুখতাসার মিন উমূরি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল-াম ওয়া সুনানিহী ওয়া আয়্যামিহী**। এ গ্রন্থের সংকলক হলেন **আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারি (র)**। তিনি ইমাম বুখারি নামে খ্যাত। তাঁর নামানুসারেই তাঁর সংকলিত কিতাবকে সহিহ বুখারি বলা হয়। তিনি সর্বমোট ছয় লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর কিতাব সংকলন করেন। এটি ৩০ পারায় বিভক্ত। সহিহ বুখারি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ। বলা হয়, কুরআন মজিদের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো সহিহ বুখারি।

২. **সহিহ মুসলিম:** এটি সিহাহ সিত্তাহর দ্বিতীয় গ্রন্থ। বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহিহ বুখারির পরই এর স্থান। এ গ্রন্থের সংকলক হলেন **আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশাইরি** (র.)। তিনি তিন লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করেন।

৩. **জামি তিরমিযি:** এ কিতাবের সংকলক আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযি (র.)। এ কিভাবে প্রায় সব বিষয়ের হাদিস সংকলন করা হয়েছে। এ কিতাব সম্পর্কে বলা হয়- 'যার ঘরে এ কিতাব থাকবে, মনে করা যাবে যে তার ঘরে নবি করিম (স.) আছেন এবং তিনি নিজে কথা বলছেন।

৪. **সুনানে আবু দাউদ:** এ কিতাবের সংকলকের নাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ (র.)। এ কিতাবের বিন্যাস পদ্ধতি অত্যন্ত উন্নতমানের। সর্বমোট ৫ লক্ষ হাদিস যাচাই-বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করা হয়।

৫. **সুনানে নাসাই:** এর সংকলক আহমদ ইবন শুআইব আন-নাসাই (র.)। এর বিন্যাস পদ্ধতি উঁচুমানের। সিহাহ সিত্তাহের মধ্যে এ কিতাব থানার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

৬. **সুনানে ইবনে মাজাহ:** এটি সিহাহ সিত্তাহের সর্বশেষ কিতাব। এর সংকলকের নাম আবু আব্দুল-াহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ।

১৭৬. প্রশ্ন: জামে এবং সুনান কাকে বলে? এরেদ মধ্যে পার্থক্য কী? সিয়াহ সিত্তার মধে কয়টি জামে রয়েছে?/ জামে বরতে কি বুঝায়? জামে হওয়ার জন্য শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর: আল-জামি:

হাদীসের প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ সম্বলিত বলে একে জামিয় বা পূর্ণাঙ্গ বলা হয়। যে সকল হাদীস গ্রন্থে ১. আকিদা-বিশ্বাস ২. আহকাম ৩. আখলাক ও আদাব ৪. কুরআনের তাফসীর ৫. সীরত ও ইতিহাস ৬. ফিতনা ও আশরাত (বিশৃঙ্খলা ও আলামতে কিয়ামত) ৭. রিকাফ অর্থাৎ আত্বসুদ্ধি ৮. মানাকিব বা ফাজিলাত ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি বলা হয়। ইমাম বুখারী (র) তার আল-জামে কে বিভিন্ন পর্ব হিসেবে সাজিয়েছেন যেমন: পর্ব (১): কিতাবুল ওয়াহী বা ওয়াহীর সূচনা, পর্ব (২): কিতাবুল ইমান বা ইমান (বিশ্বাস) ইত্যাদি। ইমাম বুখারী (র) এর আগে কেউ এরখম আল-জাম্মি গ্রন্থ সংকলন করেন নাই। এবং ইমাম বুখারী (রা) এর মতো কেউ আল-জামি কে সাজাতেও পারেনাই। ইমাম বুখারী (র) তার এই জামে শব্দ দারা বুঝাতে চেয়েছেন যে তিনি এমন একটি কিতাব লিখতে চান যাতে ইসলামের সকল বিষয় সংযুক্ত থাকবে।

সুনান:

যে হাদীস গ্রন্থে হাদীসকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র তাহারাত,নামায,রোযা,প্রভৃতি আহকামের হাদীসসমূহ সংগ্রহের দিকেই বেশী নজর দেয়া হয়েছে তাকে 'সুনান' বলে।

আল মুসনাদ:

আল মসনাদ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যে তিনি এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি হাদীসের সুত্র উলে-খ করবেন যাতে করে যে কেউ সহজে বুঝতে পারে যে হাদীসটি রসুল (সা) থেকে কিভাবে তার পর্যন্ত এসেছে। **আল মুসনাদ অর্থ ইসনাদ (সুত্র) সম্বলিত**। যেমন: A,B থেকে শুনেছে ই,ঈ থেকে শুনেছে ঈ,উ থেকে শুনেছে উ, রসুল (সা) থেকে শুনেছে। ইমাম বুখারী (র) বলতেছেন যে তিনি পুরো ইসনাদ দিবেন যাতে কোন সন্ধেহ না থাকে এবং যানা যায় হাদীসটি কোথা থেকে কিভাবে এসেছে। (বি:দ্র: হাদীসের গ্রন্থের ক্ষেত্রে মুসনাদ আলাদা বিষয় যেমন: মুসনাদে আহমাদ)

আস-সহীহ:

তিনি বলতেছেন যে তিনি এই গ্রন্থে উচ্চ স্থরের সহীহ হাদীস গুলোকেই শুধু মাত্র সংকলিত করবেন। কেননা হাদীসের মাঝে অনেক স্থর রয়েছে যেমন: ১. সহীহ ২. হাসান ৩. যইফ ৪. যইফ জিদ্দান ৫. মওযু। তিনি এই গ্রন্থে শুধু মাত্র সহীহ হাদীস নিয়ে আসবেন সেটা তিনি বলেছেন আস-সহীহ দ্বারা। ইমাম বুখারী (র) প্রথম যিনি সহীহ হাদীসের গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি ২ টা জিনিস করেছেন যা তার আগে কেউ করেননি ১. জামে গ্রন্থ কেউ সংকলন করেননি ২. শুধু সহীহ হাদীস হাদীস দারা কেউ গ্রন্থ সংকলন করেননি।

আল-মুখতাসার:

মুখাতসার মানে হচ্ছে উপসংহার বা সামারী বা সংক্ষিপ্ত । তিনি জাম্মে লিখেছেন আর তার অনুচ্ছেদ লিখে তাকে মুখতাসার করেছেন। আল জামে হচ্ছে ট্রপিক্স আল মুখতাসার এর কনটেন্ট।

আল মুখতাসার বলে তিনি আরোও বুঝিয়েছেন যে, তিনি পৃথিবীর সকল সহীহ হাদীস এই গ্রন্থের মধ্যে নিয়ে আসবেন না অর্থাৎ তিনি বলছেন যে তার এই সহীহর বাহীরেও সহীহ হাদীস থাকতে পারে। এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ন বিষয় যে ইমাম বুখারী (র) কখনই বলেন নাই যে তিনি পৃথিবীর সকল সহীহ হাদীস সংকলন করছেন, তবে তার কিতাবের সকল হাদীস সহীহ তিনি সেটাই বলেছেন। তিনি মুখতাসার করেছেন ফেকার বর্ণনা ধারায়। ইমাম বুখারী (র) একজন উচ্চমানের ফকিহ ও ছিলেন। **তিনি নিজেই মুজতাহীদ ছিলেন**।

১৭৭. প্রশ্ন: বুখারি শরিফের পুর্ণনাম কি? ইমাম বুখারির পূর্ণনাম কি? কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন

উত্তর: পূর্ণ নাম: আল-জামি আলমুসনাদ আসসহীহ আলমুখতাসার মিন উমূরি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল-াম ওয়া সুনানিহী ওয়া আয়্যামিহী।

- **পূর্ণ নাম: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারি (র)।**
- মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ বিন বারদিযবাহ বা

- তাঁর জন্মনাম হল মুহাম্মদ। উপনাম আবু আবদুল-াহ। আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস তার উপাধি। বুখারা তার জন্মস্থান বলেই সেদিকে সম্পৃক্ত করেই তাকে ইমাম বুখারী বলা হয়। তিনি ১৯৪ হিজরি সালের ১৩ শাওয়াল রোজ শুক্রবার (৮১০ খ্রিস্টাব্দ) **খোরাসানের বুখারা** নামক (বর্তমানে উজবেকিস্ড়ানের অংশ) স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তঁর বাবার নাম ইসমাইল। তাঁর দাদার নাম ইব্রাহিম।

১৭৮. প্রশ্ন: মুয়াত্তা মালেক কি? মুয়াত্তা মালেকের লেখক কে? উনি কি সাহাবী ছিলেন না তাবিয়ী ছিলেন?

উত্তর: 'মুয়াত্তা মালেক' হলো সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থ। **ইমান মালিক** (র) মদিনায় এটি সংকলন করেছেন। তিনি তাবেয়ী ছিলেন।

১৭৯. প্রশ্ন: বুখারি শরিফের সর্বপ্রথম হাদিসটি বতে পারবেন?/ যেকোন একটি হাদিস লেখেন?

প্রশ্ন-১: মিশকাত হাদিস নং-১ [শি.নি.প. ২০০৯]	
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রতিটি কাজ-কর্মের ফলাফল নিয়্যাতের ওপরই নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্যই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে, যার হিজরত দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার জন্যে হবে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যে হচ্ছে বলে পরিগণিত হবে। -*বুখারি ও মুসলিম*	**عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**

১৮০. **প্রশ্ন: হিজরত/**'প্রথম হিজরত'

উত্তর: প্রথম হিজরত: ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে ৬১৫ সালে মুহাম্মাদ (স.) এর নির্দেশে ওসমান বিন আফফান (রা.) ও তার স্ত্রী রোকাইয়া (রা.) সহ মোট ১৫ জন মুসলমান **আবসিনিয়ায়** গমন করেন, এটিই 'প্রথম হিজরত' নামে পরিচিত।

২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ৮ রবিউল আওয়াল মদিনার পার্শ্ববর্তী কোবায় পৌঁছান তিনি। ২৭ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ১২ রবিউল আওয়াল মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছান মহানবী (সা)। প্রিয়নবী (সা)-এর হিজরতেরই স্মৃতিবহন করে আসছে আরবি হিজরি সন। মদিনায় সর্বপ্রথম হিজরত করেছেন রাসুল (সা)

১৮১. **প্রশ্ন: আবু হুরায়রা এর জন্ম কখন কোন যুদ্ধের পূর্বে**

উত্তর: আবু হুরায়রা ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি **৫৯৯** সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি **৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরীতে** মুহররম মাসে **খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে** মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মত।

১৮২. **প্রশ্ন: আব্দুল্লাহ কে ছিলেন? তিনি কখন মারা যান? মহানবী স এর জন্মের কত দিন পূর্বে মারা যান**

উত্তর: আবদুল-াহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর পিতা। তার স্ত্রী আমিনার। পুত্রের জন্মের পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৩. **প্রশ্ন: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং আব্দুল্লাহ এবনে উমর এর মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর:

- আবদুল-াহ ইবনে উমর একজন সাহাবি এবং দ্বিতীয় খলিফা **উমর ইবনুল খাত্তাবের** ছেলে। তিনি হাদিস ও ফিকহের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। প্রথম ফিতনার সময় তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
- আবদুল-াহ ইবনে' আমর ইবনুল আস। তিনি রাসূলুল-াহ এর একজন সাহাবা। তার পিতা প্রখ্যাত সেনানায়ক ও কূটনীতিবিদ হযরত **আমার ইবনুল আস** ও মাতা রীতা বিনতু মুনাববিহ। । আবদুল-াহ তার পিতা আমর ইবনুল আসের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

১৮৪. **প্রশ্ন:** হাদিস কাকে বলে?

উত্তর : নবী করীম (স.) -এর কথা,কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলে।

১৮৫. **প্রশ্ন:** হাদিসের কয়টি অংশ থাকে ও কি কি?

উত্তর : দুইটি। যথা: সনদ ও মতন।

১৮৬.প্রশ্ন: সনদ কাকে বলে?

উত্তর: হাদিস বর্ণনার সূত্র কে সনদ বলে।হাদিসের প্রথম অংশে থাকে কতিপয় ব্যক্তির নাম (সাহাবী,তাবি'ঈ অন্যান্য হাদিস বর্ণনাকারীর নাম) এই নামগুলি হল সনদ।

১৮৭. প্রশ্ন: মতন কাকে বলে?

উত্তর: হাদিসের মূল কথাকে মতন বলে।রসূল(স.) -এর কথা,কর্মের বর্ণনা ও মৌনসম্মতি বা অনুমোদনের বর্ণনা হল মতন।

১৮৮.প্রশ্ন: হাদিসে সনদের গুরুত্ব কি?

উত্তর: সনদ যাচাই বাছাই করে হাদিসের শুদ্ধাশুদ্ধি ও মান (সহীহ,হাসান,যয়ীফ ইত্যাদি)নির্ণয় করা হয়।

১৮৯.প্রশ্ন: রাবীর(হাদিসের বর্ণনাকারীর)গুণাবলী অনুযায়ী হাদিস কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : চারপ্রকার।যথা:

১.সহীহ

২.হাসান

৩.যয়ীফ

৪.মঊদূ

১৯০.প্রশ্ন: সহীহ হাদিস কাকে বলে?

উত্তর: সহীহ হাদিস বলা হয়,যে হাদিসের সনদ মুত্তাসিল এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারী আদালত ও যবতের যাবতীয় গুণসম্পন্ন। একই সাথে হাদিসটি শায ও ইল-াতমুক্ত তাকে সহীহ হাদিস বলে।

১৯১. প্রশ্ন: সহীহ হাদিসের শর্ত কয়টি?

উত্তর: পাঁচটি।যথা :

১.সনদ মুত্তাসিল

২.রাবী আদালত(ন্যায়পরায়ণ) সম্পন্ন

৩.রাবী যবত(স্মৃতিশক্তি) সম্পন্ন

৪.শায নয়

৫.ইল-াতমুক্ত

১৯২.প্রশ্ন: হাসান হাদিস কাকে বলে?

উত্তর:যে হাদিসের সনদ মুত্তাসিল তবে বর্ণনাকারীর স্মরণ শক্তি কম এবং হাদিসটি শায ও ইল-াতমুক্ত তাকে হাসান হাদিস বলে।

01521300473

১৯৩.**প্রশ্ন:** যয়ীফ হাদিস কাকে বলে?
উত্তর: যে হাদিসটি শর্ত পূরণের দিক দিয়ে হাসান হাদিসের সমপর্যায় নয় অর্থাৎ হাসান থেকে নিম্মানের এরূপ হাদিসকে যয়ীফ হাদিস বলে।

১৯৪.**প্রশ্ন:** মউদূ(জাল) কাকে বল?
উত্তর: রসূলের (স.) হাদিস নয় বা হাদিসের অংশবিশেষও নয় বরং নিজের অথবা অন্যের বানানো শব্দ কিংবা বাক্য রসূলের(স.) হাদিস হিসেবে চালিয়ে দেয়াকে মউদূ হাদিস বলে।

১৯৫.**প্রশ্ন:** মুতাওয়াতির হাদিস কাকে বলে?
উত্তর: যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, তাঁরা সকলেই একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা করা স্বভাবতই অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়, তাকে মুতাওয়াতির হাদিস বলে।

১৯৬.**প্রশ্ন:** মাশহুর হাদিস কাকে বলে?
উত্তর: যে হাদিসে প্রত্যেক স্ড়রে কমপক্ষে তিনজন রাবী বা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেছেন। তবে তা মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌঁছে নি। তাকে মাশহুর হাদিস বলে।

১৯৭.**প্রশ্ন:** সহীহাইন কাকে বলে এবং কয়টি?
উত্তর: হাদিসের দুটি বিশুদ্ধ গ্রন্থকে সহীহাইন বলে।সহীহাইন দুইটি,যথা: সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ আল-মুসলিম।

১৯৮.**প্রশ্ন:** মুত্তাফাকুল আলাইহি কাকে বলে?
উত্তর : যে হাদিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই একমত এবং তারা উক্ত হাদিস তাদের নিজেদের কিতাব বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ করেছেন তাই মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস। যে হাদিস সহিহ বুখারি ও সহিস মুসলিম শরিফে পাওয়া যায় তাকেই মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস বলা হয়। অথবা যেসব হাদীস একই সাথে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় গ্রন্থে সংকলন করেছেন । সেই হাদিস কে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলে।

১৯৯.**প্রশ্ন:** হাদিস সংকলনের যুগ কয়টি এবং কি কি?
উত্তর:তিনটি। যথা: হিজরির প্রথম শতক,হিজরির দ্বিতীয় শতক, হিজরির তৃতীয় শতক।

২০০.**প্রশ্ন:** হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয় কোন যুগকে?
উত্তর: হিজরির তৃতীয় শতককে।

২০১.**প্রশ্ন:** সাহাবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে হাদিস গ্রন্থ সংকলন করেন এবং গ্রন্থের নাম কি?
উত্তর: হযরত আমর ইবনে আল আস(র.) ।আস সহীফাতুস সাদিকা।

২০২.**প্রশ্ন:** তাবেঈদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে হাদিস গ্রন্থ সংকলন করেন ?
উত্তর: ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী।

২০৩.**প্রশ্ন:** কাকে প্রথম পূর্নাঙ্গ হাদিস সংকলনকারী বলা হয়?
উত্তর: ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী।

২০৪.**প্রশ্ন:** সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ হাদিসের গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতো?
উত্তর: মুয়াত্তা মালেক-ইমাম মালেক (রহ.)।

২০৫.**প্রশ্ন:** কুতুবে সিত্তাহ কাকে বলে?
উত্তর: হিজরি তৃতীয় শতকে সংকলিত হাদিসের ছয়টি গ্রন্থকে "কুতুবে সিত্তাহ " বলে।

২০৬.**প্রশ্ন:** কুতুবে সিত্তাহ কয়টি ও কি কি?
উত্তর: ছয়টি ।যথা:১.সহীহ আল বুখারী-ইমাম বুখারী(রহ.)।
২.সহীহ আল- মুসলিম- ইমাম মুসলিম(রহ.)।
৩.সুনানে আবু দাউদ- ইমাম আবু দাউদ(রহ.)।
৪.জামে আত-তিরমিজি- ইমাম তিরমিজি(রহ.)।
৫.সুনানে নাসাঈ- ইমাম নাসায়ী(রহ.)। ৬.সুনানে ইবনে মাজাহ-ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)।

২০৭.**প্রশ্ন:** হাদিস সংকলনের বিখ্যাত কয়েক জন ইমাম বলুন
উত্তর : ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.),ইমাম মালিক(রহ.), ইমাম শাফিঈ(রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল(রহ.), ইমাম বুখারী(রহ.), ইমাম মুসলিম(রহ.), ইমাম আবু দাউদ(রহ.), ইমাম তিরমিজি(রহ.), ইমাম নাসায়ী(রহ.), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)ও ইমাম তাহাবী (রহ.)।

২০৮.**প্রশ্ন:** জান্নাতে কাদের সংখ্যা বেশি হবে ?
উত্তর: দরিদ্রদের ।

২০৯.**প্রশ্ন:** জাহান্নামে কাদের সংখ্যা বেশি হবে ?
উত্তর: নারীদের ।

২১০.**প্রশ্ন:** কোন সাহাবীকে (রা:) আল-াহর তরবারী উপাধি দেওয়া হয়েছিলো ?
উত্তর: খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা:) ।

২১১.**প্রশ্ন:** একজন মুসলিম ও একজন কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী ইবাদাত কোনটি ?
উত্তর: সালাত ।

৩. আল-ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ [৯+৩+৩]

২১২. প্রশ্ন: ফিকহ সম্পর্কে একটি হাদীস বলুন।

উত্তর: আভিধানিক অর্থ: اَلْفِقْه শব্দটি বাব سمع থেকে ব্যবহৃত হয়। অর্থ: জ্ঞান; বিদ্যা; তত্ত্ব; শাস্ত্র; বিজ্ঞান।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: মুফতি আমিমুল ইহসান (র) বলেন- (اَلفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ اَدِلَّتِهَا) অর্থাৎ, কুরআন ও হাদিসের বিস্তারিত প্রমাণাদি হতে অর্জিত শরিয়তের প্রচলিত বিধানাবলি সম্পর্কিত জ্ঞানকে ইলমূল ফিকহ বলা হয়।

* **قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هذا الدِّينِ الْفِقْهُ**

২১৩. প্রশ্ন: ঈমান ভঙ্গের কারণ কয়টি?

উত্তর: ঈমান ভঙ্গের কারণ দশটি।যথা:

১. এক. আল-াহর সঙ্গে শিরক করা।[সূরা নিসা ৪ : ৪৮]

২. দুই. আল-াহ এবং বান্দার মধ্যে কাউকে মধ্যস্থতাকারী বানানো। [সূরা ইউনুস, ১০ : ১৮]

৩. তিন. মুশরিক-কাফিরদের কাফির মনে না করা।[সূরা নিসা, ৪ : ৬০]

৪. চার.নবী করীম (স.) আল-াহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তাকে পরিপূর্ণ মনে না করা।[সূরা আল মায়েদা,৫:১১]

৫. পাঁচ. মুহাম্মাদ (সা.) আনীত কোনো বিধানকে অপছন্দ করা।[সূরা নিসা, ৪ : ৬৫]

৬. ছয়. দ্বীনের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।[সূরা তাওবা, ৯ : ৬৫-৬৬]

৭. সাত. জাদু করা।[সূরা বাকারা, ২ : ১০২]

৮. আট. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা।[সূরা তাওবা, ৯ : ২৩]

৯. নয়. কাউকে দ্বীন-শরিয়তের ঊর্ধ্বে মনে করা।[সূরা মায়িদা, ৫ : ৩]

১০. দশ: দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।[সূরা সাজদা, ৩২ : ২২]

২১৪. প্রশ্ন: ঈমানের আরকান বা স্তম্ভ কয়টি?

ঈমানের আরকান ছয়টি:

১. আল-াহর প্রতি ঈমান।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান।

৩. আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান।

৪. রসূলগণের প্রতি ঈমান।

৫. পুনরুত্থান তথা কিয়ামত ও আখেরাতে প্রতি ঈমান।

৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান।

২১৫. প্রশ্ন: ওজুর ফরজ কতটি কি কি? দলীল সহ

উত্তর: আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনানুযায়ী ওযুর ফরয ৪টি:

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা।
২. উভয় হাত কনুইসহ ধোওয়া,
৩. মাথা মাসেহ করা
৪. উভয় পা গোড়ালিসহ সহ ধৌত করা।

এর কোনটি বাদ পড়লে অজু হবে না। আর অজু যদি না হয়, তাহলে নামাজও শুদ্ধ হবে না।

২১৬. প্রশ্ন: তায়াম্মুমের ফরজ কতটি কি কি? দলীল সহ

উত্তর: মহান আল্লাহ্ তায়ালার বাণী-

اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ

উক্ত আয়াতের আলোকে তায়াম্মুমের এর ফরয: তিনটি। যথা-

১. নিয়ত করা ।
২. মুখমণ্ডল মাসেহ করা
৩. উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

২১৭. প্রশ্ন: নামজের ফরজ কয়টি? / রুকনুর সালাত ও শুরুতুল ছালাত/ এর ভিতরে ও বাহিরে কত ফরয?

উত্তর: সালাত শুরু করার আগে এবং সালাতের ভেতরে কতকগুলো কাজ আছে। এগুলো অবশ্যই পালন করতে হয়। এগুলোর যে কোনো একটি ছুটে গেলে সালাত হয় না। এই কাজগুলোকে সালাতের ফরজ বলে। সালাতের ফরজ ১৪/১৭টি। সালাতের এই ফরজ কাজগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। ১.আহকাম, ২. আরকান।

* شروط الصلاوة বা احكام الصلاوة এর পরিচয় *

আভিধানিক অর্থ: احكام শব্দটি حكم শব্দের বহুবচন। এখানে احكام الصلاوة দ্বারা شروط الصلاوة কে বুঝানো হয়েছে, যার অর্থ কোন বিষয়ের বহিভূত এমন বস্তুকে বলে যার ওপর ঐ বিষয়ের শুদ্ধাশুদ্ধি ও অস্তিত্ব নির্ভর করে। পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো شروط الصلاوة هى اشياء خارجة عن الصلاوة التى تتوقف عليها صحة অর্থ সালাতের শর্ত হলো ছালাতের বাইরের কিছু বিষয়, যা না হ'লে ছালাত সিদ্ধ হয় না। সুতরাং সালাত শুরু করার আগে যে ফরজ কাজগুলো আছে তাকে সালাতের আহকাম বা শর্ত বলে। 'ছালাতের শর্তাবলী ৯ টি।

১. মুসলিম হওয়া:
২. বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া:
৩. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া:
৪. নিয়ত করা:
৫. দেহ,কাপড় ও স্থান পাক হওয়া:
৬. সতর ঢাকা:
৭. ওযূ; গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা:
৮. ওয়াক্ত হওয়া:
৯. ক্বিবলামুখী হওয়া:

***اركان الصلاوة -এর পরিচয় ***

আভিধানিক অর্থ স্তম্ভ; কোন বস্তু তার কোন এক পার্শ্বের প্রতি নির্ভর করা। পারিভাষিক সংজ্ঞা: (اركان الصلاوة هى اشياء داخلة عن الصلاوة التى تتوقف عليها صحة) অর্থ সালাতের রুকন হলো ছালাতের অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয় যেগুলোর ওপর সালাতের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। যা ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে ছালাত বাতিল হয়ে যায়।_'ছালাতের রুকন ৭/৮টি। যথা

১. ক্বিয়াম করা বা দাঁড়ানো:
২. তাকবীরে তাহরীমা বলা
৩. কিরায়াত/ সূরা ফাতিহা পাঠ করা
৪. রুকূ করা:
৫. সিজদা কর:
৬. ক্বা'দায়ে আখীরাহ বা শেষ বৈঠক করা:
৭. তা'দীলে আরকান বা ধীর-স্থির ভাবে ছালাত আদায় করা
৮. সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

২১৮. প্রশ্ন: নামাজ কয় ওয়াক্ত? কত রাকাআত নামাজ ফরজ?
উত্তর: ৫ ওয়াক্ত ১৭ রাকাআত

২১৯. প্রশ্ন: সুবহে ছাদিক ও সুবকে কাজিব সম্পর্কে হাদীস বলুন।

✍ **সুবহে সাদিক:** সুবহে সাদিক অর্থ সত্য সকাল। রাতের শেষে পূর্ব আকাশের দিগন্তে লম্বা আকৃতির যে আলো রেখা দেখা যায় তাকেই সুবহে সাদিক বলে।

✍ **সুবহে কাদিয:** সুবহে কাযিব অর্থ মিথ্যা সকাল। রাতের শেষ দিকে পূর্ব দিগন্তে উভয় দিকে প্রশস্ড় আকারে যে আলো প্রকাশ পায় তখন থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। এই প্রশস্ড় আলো দেখা যাওয়ার আগে দিগন্তে আরেকটি আলো প্রকাশ হয়, যা প্রশস্ড় না হয়ে উপরের দিকে লম্বা থাকে। তখন ফজরের সময় শুরু হয় না। ফিকহের পরিভাষায় এটিকে সুবহে কাযিব বলা হয়।

২২০. প্রশ্ন: জোহরের ওয়াক্ত কখন? কুরআন থেকে দলীল দিন?

উত্তর: যোহর সালাতের সময়সীমা:

কাজেই তোমরা আল-াহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তোমরা সন্ধ্যা কর এবং যখন তোমরা ভোর কর,	**فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾**
১৮. এবং বিকেলে, আর যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও। আর তাঁরই জন্য সমস্ড় পৰশংসা আসমানে ও যমীনে।	**وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾**

ফকিহগণের সর্বসম্মতিক্রমে, **সূর্য পশ্চিম দিকে** ঢললেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। যোহরের সালাতের শেষ সময় নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

- ইমাম শাফেয়ী, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) এর মতে, কোন বস্তুর প্রকৃত ছায়া ব্যতীয় ঐ বস্তুর **সমপরিমান ছায়া** হওয়া পর্যন্ত।
- ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতে, কোন বস্তুর আসলি ছায়া ব্যতীয় বস্তুর **দ্বিগুন ছায়া** হওয়া পর্যন্ত।
- **প্রকৃত/আসলি ছায়া:** কোন বস্তুর ঠিক দুপুরে যে ছায়া থাকে।

২২১. প্রশ্ন: মুতা বিবাহ কী? এটা কী হালাল? বর্তমান কোথায় কি চালু আছে

উত্তর: মুতা বিবাহ একটি স্বল্প সময়ের বিবাহ। অর্থাৎ কোন নারী ও পুরুষ অল্প কিছু সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে এ বিবাহ করতে পারে। ইরানে এই পদ্ধতি চালু আছে

২২২. প্রশ্ন: মোহর কি? এর পরিমান বকত? মোহর ছাড়া বিবাহ হলে করণী কি?

উত্তর: মোহর অর্থ ১. فَرِيْضَة তথা নির্ধারিত। ২. صَدَقَاتٌ তথা দান। ৩. الاعْطَاءٌ তথা দান করা; ৪. اَجْرٌ তথা প্রতিদান ৫. النِكَاحٌ তথা বিবাহ ৬. الطُوْل তথা সামর্থ্য

পারিভাষিক সংজ্ঞায় ফিকহে গ্রন্থকার বলেন- (**هُوَ المَالُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقدِ عَلَيْهَا أَو بِالدُّخُولِ بِهَا حَقِيقَةٌ**) অর্থাৎ, মহিলার সাথে যৌনমিলন অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের বিনিময়ে মহিলা যে মালের হকদার হয়, তাকে বলা হয়।

মোহরানা ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে মোহরানা বাবদ লোহার আংটি হলেও নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। অতঃপর সেটাও না পাওয়ায় কুরআন শিক্ষা দেওয়ার শর্তে বিবাহ পড়িয়ে দেন। অতএব মোহরানা অপরিহার্য শর্ত। বরের সাধ্য অনুযায়ী মোহরানা ধার্য করবে। সেটা প্রথমেই পরিশোধ করা কর্তব্য।

২২৩.প্রশ্ন: বিদয়াত কাকে বলে? প্রচলিত মিলাদ কি বিদআত?

উত্তর: সর্বসম্মত মতে, "বিদআত হল, সুন্নাহ লঙ্ঘনকারী নতুন প্রবর্তিত বিষয় যার উপরে সাহাবীগণ এবং তাবেয়ীনদের সমর্থন নেই এবং যা আইনগত প্রমাণের চাহিদা মোতাবেক হয় না।" অর্থাৎ এমন কোন বিষয় বা বস্তু যা দলিলস্বরূপ নির্দেশকারী শরিয়তের কোন ভিত্তি ছাড়াই উদ্ভাবিত হয়েছে।

২২৪.প্রশ্ন: হজ্জের ফরজ কয়টি? সালাতের ফরজ ১৩ টি কিন্তু হজ্জের ফরজ মাত্র ৩টি কেন?

উত্তর: ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয তিনটি। যথা-

১. ইহরাম বাঁধা: নির্ধারিত মিকাত হতে তালবিয়া পাঠসহ হজ্জের নিয়ত করা।

২. আরাফায় অবস্থান করা: যিলহজ্জ মাসের ১ম তারিখে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা: কুরবানির তিন দিনের যে কোনো দিন বায়তুল্লাহ ৭ বার প্রদক্ষিণ করা।

- ইমাম শাফেয়ি (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয পাঁচটি। বাকি দুটি হচ্ছে-

৪. মাথা মুণ্ডানো।

৫. হজ্জের তারতিব তথা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

২২৫.প্রশ্ন: সিয়াম অর্থ কি? কোন আয়াত দ্বারা সিয়াম ফরজ হয়?

উত্তর: সিয়াম শব্দের অর্থ কি

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর

২২৬.প্রশ্ন: যাকাতের খাত কয়টি কী কী? দলীলসহ।/ মুয়াল্লাফুল কুলুব বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে?/ যাকাতের নিসাব কত?/ ফকির ও মিসকিনের মধ্যে পার্থক্য কী?

❖ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۖ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

[নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (ব্যয়ের জন্য) আর মুসাফিরের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

❖ **উক্ত আয়াতের আলোকে যাকাত বণ্টনের খাত আটটি। যথা-**

১. **اَلْفَقِيْرُ তথা দরিদ্র:** مَنْ لَهُ شَيْءٌ قَلِيْلٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামান্য সম্পদের মালিক।

২. **اَلْمِسْكِيْنُ তথা নিঃস্ব/সর্বহারা:** مَنْ لَا شَيْئَ لَهُ অর্থাৎ যার কিছুই নেই যার নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই

৩. **اَلْعَامِلِيْنَ তথা যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী:** যার অন্য জীবিকা নেই, তাকে যাকাত তহবিল থেকে বেতন ও ভাতা প্রদান করা যাবে।

৪. **اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ তথা মনোরঞ্জনযোগ্য নব দীক্ষিত মুসলিম:** আর্থিক সংকটে থাকলে

৫. **الرِّقَابِ তথা ক্রীতদাস মুক্তির উদ্দেশ্যে:** যারা মালিকের সাথে আবদ্ধ আছে আছে নির্দিষ্ট সম্পদের বিনিময়ে মুক্তি পাবে।

৬. **اَلْغَارِمِيْنَ তথা ঋণগ্রস্ত:** যে ব্যক্তির সম্পদের তুলনায় ঋণ বেশি

৭. **فِيْ سَبِيْلِ اللهِ তথা আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী:** আল্লাহর পথে জেহাদ বা জ্ঞান অন্বেষণে নিয়োজিত ব্যক্তি।

৮. **ابْنِ السَّبِيْلِ তথা মুসাফির:** যিনি ভ্রমণকালে অভাবে পতিত

২২৭. প্রশ্ন: উশর, খারাজ কী কত প্রকার/ ওশর কাকে বলে?

উত্তর: ওশরের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ হলো *جزء واحد من العشرة* বা এক দশমাংশ। পরিভাষায় জমিনে উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংস বা তার অর্ধেক গ্রহণ করাকে عشر বলা হয়। যদি আল-াহর দেয়া প্রাকৃতিক পানি দ্বারা জমি আবাদ করে, তাহলে এক দশমাংশ, আর যদি নিজস্ব পানি দ্বারা আবাদ করে, তাহলে নিসফে উশর তথা বিশ ভাগের একভাগ দান করবে। *ফসল করতে যা খরচ হয়েছে সেসব খরচ বাদ দিয়ে হিসেব করবে না। বরং জমিতে যতটুকু ফসল হয়েছে, যতটুকু উৎপাদিত হয়েছে তার মাঝে এক দশমাংশ দান করে দিতে হবে। এটাই বিধান। কর্মচারীর বেতন,গাড়ি ভাড়া ইত্যাদির জন্য ফসলের মূল্য বা ফসল বাদ দিয়ে দশমাংশ গণনা করবে না। বরং যাই উৎপন্ন হল এর মধ্য থেকে এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের একভাগ দান করবে।*

খারাজ: ইসলামিক আইনে খারাজ হচ্ছে কোন কৃষি জমির উপর ভূমি কর। কুরআন এবং হাদিস অনুযায়ী খারাজ উলে-খ না থাকলেও ইসলামিক পন্ডিতগণের মতামত এবং ইসলামিক ঐতিহ্য অনুযায়ী তৈরি ইজমাতে এর উলে-খ রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র যে জমি কোন **অমুসলিমকে বন্দোবস্ড় দিয়েছে**, এমন জমিকে খারাজি জমি বলে। আর এই জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তাকে খারাজ বলে।

৪. আরবি সাহিত্য

২২৮.মোয়াল্লাকাত কী? মোযাল্লঅকাত কবিদের নাম বলুন?

আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে সংযুক্ত করা; কোন বস্ত্রকে অপর বস্তুর ওপর রাখা।
পারিভাষিক সংজ্ঞা: (اَلْمُعَلَّقَاتُ قَصَائِدُ عَرَبِيَّةٌ مَشْهُوْرَةٌ اِسْتَحْسَنَهَا النَّاسُ وَتَنَاقَلُوْهَا، وَقِيْلَ إِنَّهَا سُمِّيَتْ مُعَلَّقَاتٌ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُعَلَّقُ بِالْكَعْبَةِ تَقْدِيْرًا لِأَهَمِّيَّتِهَا)

اِسْتَحْسَنَ	উত্তম বিবেচনা করা; পছন্দ করা	تَنَاقَلُوْا	তারা (মুখে মুখে) প্রচার করে/ ছড়িয়ে দেয়
قَصَائِدُ	কবিতা	سُمِّيَتْ	নামকরণ করা হয়েছে

১. মুজামুল ওয়াসিত প্রণেতা বলেন, মুয়াল্লাকাত হলো জাহেলি যুগের প্রসিদ্ধ সাতজন কবির সাতটি কবিতা।
এর রচয়িতাগণ হলেন-
১. ইমররুল কায়েস
২. ত্বরফা বিন আল আবদ
৩. যুহায়ের বিন আবি সালমা
৪. লাবিদ বিন রাবিয়া
৫. আমর বিন কুলসুম
৬. হারিস বিন হিল্লিজা
৭. আনতারা বিন সাদ্দাদ

২২৯.আবরী ভাষার উৎপত্তি কত বছর আগে?

আরবি ভাষার উদ্ভব হয়েছিল আরব উপদ্বীপে, **খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে**। এটি সেমেটিক ভাষা পরিবারের সদস্য, যার মধ্যে **হিব্রু, আরামাইক এবং আক্কাদিয়ানও** রয়েছে। আরবি ভাষার প্রাচীনতম রূপকে বলা হয় ওল্ড আরবি, যেটি খ্রিস্টীয় ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত আরব উপদ্বীপে বলা হত।

২৩০.প্রশ্ন: আবরি সাহিত্যের সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে কোন যুগে?

আরবি সাহিত্য মূলত **৫ম শতাব্দীতে পূর্ববর্তী সামান্য কিছু লেখনীসহ আবির্ভূত হয়**। এরপর **কুরআনকে আরবি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ খণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়,** যার প্রভাব পরবর্তী আরবি সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। আরবীয় সাহিত্য ইসলামের স্বর্ণযুগে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে, যার ধারা বর্তমানের আরব বিশ্বের কবি ও লেখকদের মাধ্যমে চলমান রয়েছে। এছাড়া আরব্য অভিবাসীদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আরবি সাহিত্য বিকাশমান।

৫. আররি ভাষা

২৩১. প্রশ্ন: নাহুর জনক কে?

নাহুর জনক আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালি। ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রসারতা বাড়তে থাকলে লক্ষ লক্ষ নও-মুসলিম কুরআন পড়তে এবং তিলাওয়াত করতে আগ্রহী হয়। তখন আরবির একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আদ-দুওয়ালীকে আরবি ব্যাকরণের জনক হিসাবে সম্মান দেয়া হয়। তার ব্যাকরণ বিজ্ঞানের ফলশ্রুতিতে এবং তারই নেতৃত্বে বসরায় ব্যাকরণবিদদের প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিখ্যাত বিদ্যালয়টি কুফা নগরীর বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দীতা করতো। আল-দুওয়ালি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং স্বরবর্ণ চিহ্ন লেখা শুরু করেন। তিনি আরবি ভাষাবিদ্যার প্রথমদিককার ব্যাকরণ (নাহু/নাহব) লেখেন। তাঁর অনেক ছাত্র এবং অনুসারী ছিল।

২৩২. প্রশ্ন: ১ - ১০ পর্যন্ত আরবিতে বলুন?

০	صِفْرٌ	সিফর	٦ -	سِتّة	সিত্তা -
١ -	وَاحِد	ওয়াহিদ -	٧ -	سَبْعَة	
٢ -	اِثْنَان	ইথনান -	٨ -	ثَمَانِيَة	থামানিয়া -
٣ -	ثَلَاثَة	থালথা -	٩ -	تِسْعَة	
٤ -	أَرْبَعَة		١٠ -	عَشَرَة	'আশরা -
٥ -	خَمْسَة				

২৩৩. প্রশ্ন: (اسم غير منصرف) এর পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ অপরিবর্তনশীল, অরূপান্তরশীল; পারিভাষিক সংজ্ঞায় হেলায়াতুন নাহু প্রণেতা বলেন-(هُوَمَا فِيْهِ سَبَبَانِ أو سَبَبٌ وَاحِدٌ يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ) অর্থাৎ, منصرف ঐ বিশেষ্যকে বলা হয়, যার মধ্যে غير منصرص -এর নয়টি সববের একত্রে দু'টি সবব কিংবা এমন একটি সবব পাওয়া যায়, যা দু'টি সববের স্থলাভিষিক্ত। এর সববগুলো হলো-

১. عدلতথা পরিবর্তনশীল:
২. وصف তথা গুণ:
৩. تانيث بالتاء তথা স্ত্রীলিঙ্গ:
৪. معرفة তথা নির্দিষ্ট:
৫. عجمة তথা অনারবি শব্দ:
৬. جمع তথা বহুবচন:
৭. تركيب তথা যৌগিক শব্দ:
৮. الف والنون الزائِدَتان তথা অতিরিক্ত ও যুক্ত শব্দ:
৯. وَزْنُ الْفِعْلِ তথা এর ওজনে শব্দ:

২৩৪.প্রশ্ন: আসমায়ে মানসুবাত কত প্রকার ও কি কি?

আভিধানিক অর্থ নসববিশিষ্ট বিশেষ্যসমূহ; পারিভাষিক সংজ্ঞায় ১. হেদায়াতুন নাহু গ্রন্থকার বলেন, (**اسماء منصوبات هِيَ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَى عَلَمِ المَفْعُوْلِيَّةِ**) অর্থাৎ, যে বিশেষ্যসমূহ মাফয়ুল হওয়ার নিদর্শন বহন করে,اسماء منصوبات বলে।

❖ হেদায়াতুন নাহু গ্রন্থকারের মতে ১২টি। যথা-

হেদায়াতুন নাহু গ্রন্থকারের মতে ১২টি		**অধ্যাপক রশিদ শারতুনির মতে ১৬ টি; বাকি ৪ টি**	
১.	مَفْعُول مُطلق :	১৩	خَبَرُ كَاد وَاَخَوَاتِهَا :
২.	مفعول به	১৪	خَبَرُ لَمَّا النافية:
৩.	مفعولُ فِيهِ:	১৫	خَبَرُ اِنِ النَافِيَّة :
৪.	مفعول له:	১৬	خَبَرُ لَاتِ النَافِيَّة:
৫.	مفعول معه :		
৬.	حال:	আরো কয়েকটি হলো-	
৭.	تمييز :	১৭	مُنادى:
৮.	مُسْتَثْنَى :	১৮	مُنادى مضاف:
৯.	اِسْمُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا :	১৯	مُنادى الف إسْتِغَاثَة
১০.	خبرُ كَان وَاَخَوَاتِهَا:		
১১.	اسم لَائِ نَفِى جِنْسْ:		
১২.	خَبَرُ مَا و لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ		

২৩৫.প্রশ্ন: আসমায়ে মারফত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: আসমায়ে মারফুআত হচ্ছে রফাযুক্ত ইসিম। অর্থাৎ এমন কিছু ইসিম যেগুলো সর্বদা পেশ যুক্ত হয় চাই সেটা উহ্যভাবে বা প্রকাশ্যে। আসমায়ে মারফুআত ৮ প্রকার

১. (فاعل) তথা কর্তা= উদাহরণ--- *كتب خالد*

২. (ناء الفاعل) কর্তার স্থলাভিষিক্ত। উদাহরণ--- *سرق قلم* এখানে কলম নায়েবে ফায়েলে পেশ হবে।

৩. (مبتدا) মুবতাদা -- উদ্দেশ্য=

৪. (خبر) খবর--বিধেয়=উদাহরণ---*الطريق واسع*

৫. (خبر إن واخواتها) খবরে ইন্না---- ইন্নার বিধেয়= উদাহরণ-....*إن الله عليم حكيم*

৬. (اسم كان واخواتها) ইসমে কানা--- কানার ইসিম বা নাম=উদাহরণ-- *كان الله عليما مكيما*

৭. (خَبَرُ لَائِ نَفِى جِنْسْ) যেমন-لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ ; لَا رَجُلَ فِى الدَّارِ ।

৮. (اسم مَا و لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ): *ما خالد عالما،لا ماجد حاضرا*

২৩৬. **প্রশ্ন: হরফে যার কত প্রকার ও কি কি?**

উত্তর: আরবি ভাষায় বিশেষ্য বা ইসম এর আগে কিছু অব্যয় বা বর্ণ এসে সেই ইসম বা বিশেষ্যটিকে যের দেয় এরকম হরফকে হরফে জার বলা হয়। যেমন- *كتبت بالقلم* = কাতাবতু বিল ক্বলামি। আরবিতে হরফে জার/যার ১৭টি।

رُبَّ	خَلَا	مُذْ	مُنْذُ	وَاو	لَام	كَاف	تَاءَ	بَاءَ
	إِلَى	حَتَّى	عَلَى	عَنْ	فِي	عَدَا	مِنْ	حَاشَا

১. (ب) তথা সাথে অর্থে। যেমন: *كتبت بالقلم*. আমি কলম দ্বারা লিখলাম।

২. (ت) তথা শপথ অর্থে। যেমন: = *تالله لا أفعل كذا*. আল-াহর শপৎ আমি এমনটা করব।

৩. (ك) তথা উপমা অর্থে,। যেমন = *ليس كمثله شيء*. তাঁর মত কেউ বা কিছু নেই।

৪. (ل) তথা জন্য অর্থে। যেমন । = *الكراسة لخالد*. খাতাটি খালিদের।

৫. (و) তথা শপথ অর্থে। যেমন = *والله لأصوم*. আল-াহর শপথ! আমি রোজা রাখব।

৬. (مذ) তথা যাবৎ অর্থে। যেমন = *قرأت مذ ثلاثة ساعات*. আমি তিন ঘন্টা যাবৎ পড়ছিলাম।

৭. (منذ) তথা যাবৎ অর্থে,। যেমন = *ما رأيتك منذ ثلاثة أيام*. আমি তোমাকে তিনদিন যাবৎ দেখছিনা।

৮. (خلا) তথা ব্যতিত অর্থে। যেমন = *جاء خالد خلا زيد*. খালেদ এসেছে যায়েদ ছাড়া।

০৯. (رب) তথা সামান্য, কম অর্থে,। যেমন = *رب رجل صالح*. খুব কম লোকই সৎ।

১০. (حاشا) তথা ্যতিত অর্থে,। যেমন = *جاء أحمد حاشا حسين*. আহমাদ এসেছে হুসাইন ব্যতিত।

১১. (من) তথা থেকে,হতে অর্থে। যেমন = *سمع خالد من أحمد*. খালেদ আহমাদ থেকে শুনেছে।
বিঃদ্রঃ- এখানে আহমাদ শব্দটি গাইরে মুনসারিফ হওয়ার কারণে যবর দিয়ে যের বোঝানো হয়েছে। এটা মুহাল-ান কাসরাহ বা যের।

১২. (عاد) তথা ব্যতিত বা ছাড়া অর্থে,। যেমন = *كتبت القصة عاد قلم*. আমি গল্পটি লিখেছি কলম ছাড়া।

১৩. (في) তথা মধ্যে অর্থে। যেমন = *الكتاب في الحقيبة*. বইটি ব্যাগের ভিতরে।

১৪. (عن) তথা , থেকে অর্থে।। যেমন = *قلت عن زيد*. আমি যায়েদ থেকে বলেছি।

১৫. (علي) তথা উপরে অর্থে,। যেমন ।= *القلم علي الطاولة*. কলমটি টেবিলের উপরে।

১৬. (حتي) তথা পর্যন্ত বা সহ অর্থে,। যেমন = *أكلت السمك حتي رأسها*. আমি মাছটি মাথাসহ খেলাম।

১৭. (الي) তথা পর্যন্ত অর্থে,। যেমন = *ذهبت الي السوق* আমি বাজারের দিকে গেলাম।

২৩৭. **প্রশ্ন: হুফুরে মুসাব্বহিল ফেল কাকে বলে?**

উত্তর: আভিধানিক অর্থ ক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অব্যয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো (**حروف المشبهة بِالْفِعْلِ هِيَ الْحُرُوْفُ الَّتِي تُشَبِّهُ بِالْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ الْبِنَاءِ وَاللَّفْظِ وَالْمَعْنِى وَالْفِعْلِ**) অর্থাৎ, যেসব অবায় গঠনগত, শব্দগত অর্থগত ও অমলগত দিক থেকে فعل এর সাথে সাদৃশ তাদেরকে حروف المشبهة بالفعل বলে।

01521300473